প্রেম ও মৃত্যু

শ্রীঅরবিন্দ

প্রেম ও মৃত্যু

(কাব্য)

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

প্রকাশক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

["Love and Death" কবিতার অনুবাদ]

অনুবাদক :
পৃথ্বীসিংহ নাহার

প্রথম মুদ্রণ :
১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৪

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস
পণ্ডিচেরী

317/54/1000

ভূমিকা

শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় অবস্থান কালে ১৮৯৯ সালে এই কাব্য রচনা করেন, মাত্র চতুর্দ্দশ দিনে, অব্যাহত প্রেরণার শুভ্রানলতেজে। তিনি লিখতেন শুধু সকালে, দিনে ছিল আফিস, সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ।

এই কাব্যের বিষয়—রুরু ও প্রিয়ংবদার কাহিনী—মহাভারত হ'তে সংগৃহীত। আদিপর্ব্বের অন্তর্গত পৌলোম পর্ব্বে এই উপাখ্যানটি বর্ণিত আছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের প্রতিভার অপূর্ব্ব দীপ্তিতে, সৌন্দর্য্যের ভাববিলাস-লীলার সৌকুমার্য্যে, কল্পনার বিচিত্ররূপিণী উদ্ভাবনী শক্তির ইন্দ্রজালে, এই গল্পটি রসসাহিত্যের এক অপরূপ সৃষ্টি। Life-Literature-Yoga পুস্তকে প্রকাশিত এই কবিতা সংশ্লিষ্ট তাঁর পত্রাবলীর কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করি—

"The poem itself was written in a white heat of inspiration during fourteen days of continuous writing—in the mornings, of course, for I had to attend office the rest of the day and saw friends in the evening. I never wrote anything with such ease and rapidity before or after ....I don't think there was any falling of the seed of inspiration, the idea or growth and maturing of it ; it just came,—from my reading about the story of Ruru in the Mahabharata ; I thought, 'well, here's a subject', and the rest burst out of itself. Mood and atmosphere ? I never depended on these things that I know of—something wrote in me or didn't write, more often didn't, and that is all I know about it. Evolution of style and verse ? Well, it evolved, I suppose—I assure you I didn't build it...." (p. 70)

এই কাব্য চিন্তার কঠিন প্রয়াসলব্ধ নহে, এর জন্ম প্রেরণার স্বতঃস্ফূর্ত্তিতে, আর সংশোধনও হয়েছে ওই একই ভাবে। তাঁর কথায়—

"..I put down what came, changing afterwards ; but there too only as it came," (p. 71)

মদন বা কামদেবের উক্তি ও রুরুর পাতালে অবতরণ—অংশ দুটি ইংরাজি সাহিত্যে অমর হ'য়ে থাকবে চিরদিন। ভাষার ওজস্বিতা, ভাবের আবেগ ও

সভ্যতা, ছন্দের উদারতা ও সাবলীলতা—এ সবের পরিপূর্ণ সম্মিলনে মহনীয় হয়েছে কামদেবের উক্তি।

শ্রীঅরবিন্দ নিজের কবিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে নানা কথা তাঁর শিষ্যদের লিখতেন—তাদের প্রশ্নোত্তরে। এ বিষয়ে তাঁর নিজের লেখা চিঠি দু'টির কতকাংশ এখানে তুলে' দিলাম—

"I know that the part about the descent into Hell can stand comparison with some of the best English poetry, but I don't expect any contemporaries to see it....." (p. 67)

"These lines (speech of Kama) may not be astonishing in the sense of an unusual effort of constructive imagination and vision like the descent into Hell, but I do not think I have, elesewhere, surpassed this speech in power of language, passion and truth of feeling and nobility and felicity of rhythm all fused together into a perfect whole. And I think I have succeeded in expressing the truth of the godhead of Kama, the godhead of vital love (I am not using 'vital' in the strict yogic sense: I mean the love that draws lives passionately together or throws them into or upon each other) with a certain completeness of poetic sight and perfection of poetic power, which puts it on one of the peaks—even if not the highest possible peak—of achievement." (pp, 68-69)

এই কাব্যের মর্ম্মকথা প্রেম মৃত্যুকে জয় করেছে। রুরু তাঁর প্রেয়সীকে প্রেতলোক হ'তে ফিরিয়ে এনেছেন নক্ষত্রালোকিত অবনিতলে আপন আয়ুর অর্দ্ধ-ভাগ মরণ-দেবতাকে প্রদান ক'রে। এই ভাব পূর্ণ পরিণতিলাভ করেছে 'সাবিত্রী' মহাকাব্যে। সেখানে প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী আপনার দীপ্ত আত্ম-মহিমায়, কোন দেবতার আনুকূল্যে নয়, বলিদানের দ্বারা নয়, যমকে ভজনা করেও নয়। জগজ্জননীর অংশরূপে অবতীর্ণা মদ্ররাজ দুহিতা সাবিত্রী তপস্যালব্ধ যোগশক্তিবলে মৃত্যুলোকের বিভীষিকাজাল ছিন্ন ক'রে, যমের প্রভাব ব্যাহত ও তার অধিকারকে ব্যর্থ ক'রে, স্বয়ং ভগবানের করুণায় তাঁর প্রিয়তম সত্যবানের প্রাণকে তার মানবশরীরে ফিরিয়ে আনেন। অতীতের এই প্রাচীন ইতিহাস কি শুধুই কল্পলোক চিত্ররূপে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে শ্রীঅরবিন্দের মহাকাব্যে? তাঁর যোগ-মহিমার নব কিরণোল্লাস কি শুধু কাহিনীতেই পর্য্যবসিত? মহাযোগেশ্বর শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র জীবনই মৃত্যুকে জয় করার সাধনা। সেই সাধনা এখনও চলেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এই কাহি-নীটি কি সেই জয়ের সঙ্কেত নয়? যাঁর যোগৈশ্বর্য্য ছিল অপরিসীম, সবই তাঁতে

সম্ভব। আমরা শুধু এই জানি যে তাঁর মর্ত্ত্যালোকাবতরণ-নাট্যের পঞ্চমাঙ্ক এখনও অভিনীত হয় নি।

এই অনুবাদের প্রথম আরম্ভ ১৯৩৪ সালে। সেদিনের কত মধুর স্মৃতি আজও প্রাণে জ্বলজ্বল করছে। গুরুদেবের কাছ থেকে এই অনুবাদ সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের উত্তর নিয়ে যখন চিঠি আসত, আনন্দে প্রাণ ভ'রে উঠত। তার রূপ ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের অর্থ তিনি কত স্নেহভরেই না বুঝিয়ে দিতেন। প্রশ্নের লঘুতায়, বোধের সঙ্কীর্ণতায় কোন দিন তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। তাঁর ক্ষুদ্রতম কথাটিও ছিল অনন্তের চেতনায় ওতপ্রোত, সে ত মন থেকে আসত না, আসত মনাতীত ঊর্দ্ধলোক হ'তে—অক্ষয় আনন্দসঙ্গীতের যেন এক একটি মূর্চ্ছনা। যাঁদের মূল ইংরাজীতে এই কবিতা-পাঠের আগ্রহ আছে, বিশেষ ক'রে তাঁদের জন্য শ্রীঅরবিন্দের কথাগুলি পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হ'ল।

আগষ্টের মাঝামাঝি হ'তে ডিসেম্বরের প্রথম কয়েক দিন—প্রায় চারমাসে এই কাব্যের প্রথম দুই ভাগের অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। শ্রীঅরবিন্দের উক্তিগুলি সবই সেই সময়ের ও মাত্র সেই দুই ভাগেই নিবদ্ধ। পরে ১৯৩৭—৩৮ সালে আবার অবশিষ্টাংশের অনুবাদ আরম্ভ করি এবং ঐ কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হয়। সে পর্য্যন্ত তাঁর দেখা আছে। সে সময় তিনি আর নিজে লিখতেন না, কিন্তু সেক্রেটারীর মারফতে প্রশ্নের উত্তর ও তাঁর মতামত জানিয়ে দিতেন। শেষ নয় পৃষ্ঠার অনুবাদ তাঁর মহাপ্রস্থানের পরবর্ত্তী কালের, আক্ষেপের বিষয় অনুবাদের এ অংশটুকু তাঁর অদেখাই থেকে গেল।

অনুবাদ যেমন অল্প অল্প ক'রে অগ্রসর হ'ত, তেমনি তা পাঠিয়ে দিতাম তাঁকে; তিনিও সেগুলি খুব যত্ন নিয়েই দেখতেন আর যে যে স্থলে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করতেন, তিনি তা জানিয়ে দিতেন। একটি উদাহরণ দিলাম "The translation seems accurate in most places. I have marked some where I am not sure that it gives the exact shade." (অধিকাংশ স্থলেই অনুবাদটি মনে হয় নির্ভুল—কয়েকটি জায়গা আমি চিহ্নিত ক'রে দিয়েছি যেখানে আমি নিঃসংশয় নই যে অনুবাদে সূক্ষ্ম অর্থ নিখুঁৎভাবে প্রকাশ পেয়েছে।) আবার সেই স্থানগুলি পরিবর্ত্তন ক'রে তাঁকে পাঠাতাম যে অবধি তাঁর অনুমোদন পাওয়া যেত না। এইভাবে অনুবাদ ও সংশোধনের কার্য্য ধীরে ধীরে চলতে থাকত।

সংশোধিত অনুবাদটি কেমন হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন—

"Much better. The passage rewritten is now very good indeed." (অনেক ভাল। পুনর্লিখিত অংশটি এখন খুবই ভাল হ'য়েছে)।

প্রথম দেড় পাতার অনুবাদ সম্বন্ধেও তিনি আমার প্রশ্নোত্তরে লিখেছিলেন—

"The translation seems to me very good, especially the last 20 lines or more are very finely done." (আমার মনে হয় অনুবাদটি খুবই ভাল, বিশেষভাবে শেষ কুড়ি লাইন কিংবা কিঞ্চিদধিক খুবই সুন্দরভাবে করা হয়েছে।)

অনুবাদ বিষয়ে সাধারণভাবে তিনি কতকগুলি নির্দ্দেশ দেন। তাঁর লেখা সেই চিঠিটি পরিশিষ্টে দিলাম। অনুবাদের কাজে যাঁরা ব্যাপৃত আছেন, তাঁদের কাছে এই পত্রটি বহু মূল্যবান। ইংরাজী কথার বাংলা প্রতিশব্দ বসালেই যে অনুবাদ হয় না, এ কথা তিনি বারবার বলেছেন। প্রত্যেক ভাষারই তার আপন বিশেষত্ব আছে—তার কথা বলার নিজস্ব ভঙ্গি। তাকে স্বীকার করতেই হয়। তাতে অনুবাদ যদি মূলানুগত নাও হয়, তবুও তা দূষণীয় নয়! কিন্তু মূল ভাবকে বর্জ্জন ক'রে তৎস্থলে যদি সম্পূর্ণ ভিন্নভাব বসিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে হবে স্বেচ্ছাচার।

দীর্ঘকালের ব্যবধানে শ্রীঅরবিন্দের স্নেহময় এই সব উৎসাহবাণী যখন আবার পড়ি, তখন মনে হয়—ভক্তানুকম্পী ভগবান। তাঁকেই স্মরণ ক'রে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করি। আর ভক্তিভরে প্রণাম করি শ্রীমাকে যাঁর করুণায় এই অনুবাদটি সম্পূর্ণ হ'ল।

১৫ই আগষ্ট ১৯৫৪ পৃথ্বীসিংহ নাহার

প্রেম ও মৃত্যু

প্রথম প্রভাতে যবে বসুন্ধরা দীপ্ত মনোহর,
মদন আপনি নব প্রেমে বিস্মিত আপনামাঝে
আতপ্ত পুলকে, অমলিন, করিতেন খেলা তাঁর
নব বধূ প্রিয়ংবদা সাথে শ্যাম বনতলে রুরু,
প্রভাত যেমন খেলে ফুল সাথে। সরস-কপোলা
শিশির-নয়না গৌরী প্রিয়ংবদা দিয়াছিল মেলি'
রক্তরাগ কুসুম-কলিকাসম মুকুলিত হৃদি
তার প্রেমাহ্বানে, রুরু পানে ; রুরু, যেন সুখময়
আবেগ-প্লাবন হিল্লোলিত নর্ত্তন-চঞ্চল এক
শতদলে ঘিরি', রাখিয়াছিলেন নিজ অন্তরের
প্রেমের বন্যায় মগ্ন করি' তাঁর সে প্রিয়ংবদারে।
শুধু এই একটি কুসুম তরে ফুলশয্যা ছিল
বসুন্ধরা তাঁর কাছে ; পূর্ণ তাঁরি প্রেম-আলিঙ্গনে
সমগ্র জগৎ সে বালার কাছে। লক্ষ শত বহু
বর্ষ নিদারুণ আর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-দাহ করি'
অতিক্রম নবীন-বর্ষণ-সিক্ত তরুণ ভুবন
নিঃশেষে বিলায়ে দিল আপনারে শ্যামল উচ্ছ্বাসে,
তীব্র প্রেরণায় দিল পুষ্পরাশি আকীর্ণ করিয়া
উৎকণ্ঠিত বক্ষ তার ; রেখেছিল মধুর হিন্দোলে
তরুণ যুগল বাহু শিশুসম দুরন্ত জীবন
ক্রীড়ায় চঞ্চল সদা, বিরাম-বিহীন, অশ্রান্ত সে
আপনার পরিণাম-গৌরবের পরিচয়-দানে ;
সে কালে ছিল যে সবি আনন্দ-মুখর, মর্ম্মরিয়া
বহিত পবন মনোরম, সুরভিত দশদিক,
ছিল বর্ণলীলা, যৌবন-মাধুরী, উদ্দাম কৌতুকে
শতধারে উচ্ছলিত প্রাণধারা, আনন্দ-বাঞ্ছিত

ছিল সৃষ্টিখানি। তখন মেদিনী ছিল তেজোরস-
পরিপূর্ণা, অক্লান্ত-উর্ব্বরা। দুর্দ্দম স্বাধীন জাতি
ছিল অধিকার করি' তার মুক্ত সমতলভূমি,
সংস্কার-বন্ধন-হীন অন্তর তাদের, অকলুষ
চিন্তারাশি অনায়াসে দিত সাড়া আলোক-আহ্বানে
শ্যামল-প্রাচুর্য্যপূর্ণ শস্যক্ষেত্র ছিল মনোহর,
জনশূন্য বিচিত্রিত অরণ্যানীমাঝে সংখ্যাতীত
মহীরুহ-শীর্ষ-আন্দোলন মানবের মনে কত
তুলিত জাগায়ে, তাহাদেরি বিরাট সঙ্গীতসম
ভাব সুমহান। বন্ধহীন শুচিস্মিতা স্রোতস্বতী
ছুটিত সাগর পানে যৌবন-উচ্ছলা ; তদবধি
অলক্ষিত পর্ব্বতের কথা, অচেনা অজানা নানা
জাতির কাহিনী কত দিত উড়াইয়া নবোদিত
কল্পনারে সুদূর গগনচারী বিহগের সম
অপরূপ কোন বিজন সৌন্দর্য্য-পুরে। দীপ্ত হর্ষে
করিলেন অনুভব রুরু—যেন নবীন ধরার
মধুরিমা সঞ্চারিত রসরূপে সর্ব্ব দেহে তাঁর,
স্বল্পায়ু জীবন মনে হয় কল্পসম, জীবনের
অন্তহীন সৌন্দর্য্য-বিকাশে আর প্রেমে—যে অমেয়
প্রেম সুমধুরতম, ক্লান্তিহীন দীপ্ত মহিমায়।
অসীম উদার নভোময় শূন্য হ'তে বায়ুভরে
উৎফুল্ল বিহঙ্গ যথা ফিরে আসে আপন কুলায়,
বক্ষে তুলি' সাথীটিরে পূর্ণ সার্থকতা আপনার
লভে তারি মাঝে —সেইমত বর সূর্য্যালোক হ'তে,
সুপ্তি-মৌন ক্ষেত্ররাজিমাঝে আবর্ত্তিত, উচ্ছলিত,
তুহিন-শীতল খর সুনির্ম্মল জলস্রোত হ'তে,
কানন-পল্বল আর পত্র মাঝে করি বিচরণ—
দিত যাহা পদে পদে উদ্ঘাটিত করি' অভিনব
মরকত সৌন্দর্য্য-সম্ভার—ঘন রহস্য-নিবিড়
গিরিতটভূমি করি' অতিক্রম, বনতলবাসী

মোদের আরণ্যসাথী সহ উৎফুল্ল ত্বরিত গতি
উদ্দাম আগ্রহভরে ফিরিতেন রুক্ষ কামোন্মুখ
শুভ্রস্তনা সে বালার কাছে। অম্লান-যৌবনা, তন্বী
হরষি' ছুটিত পাশে, মোহন মাধুরীতলে তার
রহিতেন অবগাহি' তিনি। মধু সুধারাশি কভু,
কভু তীব্র হৃদয়-উচ্ছ্বাস—ছলহীন তার সেই
প্রেমেরি অপর রূপ—অথবা শুধুই দেহখানি
মধুর পুলক-ভরা,—নাহি তিনি পাইতেন খুঁজি'
কাহারো যে সীমা। গভীর অতল উৎস-সম তার
দু'নয়ান বিভ্রান্ত করিত তাঁর বিমুগ্ধ অন্তর,
লঘু স্পর্শ তার জাগাইত যে কম্পন ছিল না ত
লঘু তাহা ; যে মাধুর্য্য ছিল তার ওষ্ঠের পরশে,
যে দীর্ঘ পুলক-রেশ, নিয়ত আনিয়া দিত তাহা
বিস্ময়-অমৃত তার প্রিয়তম কাছে। অনাবৃত
অংস তার স্নিগ্ধদ্যুতিময় কৃষ্ণ কেশভারমাঝে
দেখাইত কুন্দসম শুভ্র সমুজ্জ্বল। চুম্বিত সে
বক্ষ তার আলোড়িত তীব্র রুদ্ধোচ্ছ্বাসে—ছিল যেন
ঊর্ম্মিল সাগর বিকম্পিত হৃদয়ের তলে তাঁর . .
সঘন চুম্বন তার উদ্‌ভ্রান্ত করিত তাঁরে যবে,
অলক্ষিত সর্ব্বাঙ্গের সেই সুললিত অবরোধ
দিত অবারিত করি দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে তাঁর
শুক্লাঙ্গের চিত্তোন্মাদী সে-সাম্রাজ্য—দেব-মহিমার
সৌন্দর্য্য-অমরাবতী। কি যে তাঁর ছিল প্রিয়তর
নাহি জানিতেন তিনি—তার স্মিতহাসি, অকারণ
অশ্রুজল অথবা তাহার ক্ষুদ্র ক্ষিপ্র রোষরাশি,
কিংবা তাঁর অধর-চুম্বিত সে কপোল তার—যবে
বিকচিত শতদল সম পরিবৃত শতদলে
স্নানলীলা-অবসরে সিক্তদেহে ধৃত ভুজপাশে ;
দুর্ব্বার কামনা-বহ্নিময় উরজ যুগল তার
উদ্দীপ্ত হরষে গাঢ়, আপনার মোহিনী মায়ায়

নিত যে নিঃশেষে অপহরি' সর্ব্ব পরাক্রম তাঁর ;
অথবা সহসা সেই সুপ্রিয় আনন, ভাসমান
নয়ন-সম্মুখে—যবে থাকিতেন দূরে, স্থলান্তরে ;
কিংবা যবে রজনীতে প্রচ্ছন্ন পত্রের অন্তরালে
বিলপি' উঠিত পাখী পুষ্পিত নিকুঞ্জ-গৃহ-পাশে
চন্দ্রালোক-উদ্ভাসিত সরোবর-কূলে, তার সেই
হর্ষ-ব্যাকুলতা অর্দ্ধস্ফুট রুদ্ধকণ্ঠে সুখ-ভরা
মর্ম্মস্থল হ'তে ; কিংবা সেই ফুল্লাধর প্রেম-গাঢ়
আলিঙ্গনাশ্লেষে, নবোঢ়া কিশোরীসম উল্লসিত
সুনিবিড় বক্ষ-অন্তরালে তাঁর—রভস-বিহ্বল
অনুরাগে আর এই অগ্নিময় প্রেমের খেলায় ;
কিংবা ক্ষান্ত করি' সকুণ্ঠিত রাখা আপনারে—যেন
বিরহ-বিধুরা বালা, অপরূপ বিমর্ষ-করুণ
তরলিত নেত্র তার উচ্ছৃঙ্খল অভিমান-ভরা
বিষাদে আয়ত। এইরূপে তার মাঝে পাইতেন
তিনি উষ্ণ প্রেমের অক্ষয় স্বর্গসুধা, নিরঙ্কুশ
সুখোৎসবে কাটিত তাঁহার দিন, নাহি হ'ত মনে—
সেই আদি আনন্দ-মুহূর্ত্ত-সম আসিবে কখন
কোন নব দিন।

কিন্তু প্রেম নহে শুধু নিষ্কণ্টক
গোলাপ-সৌরভ দিব্যপ্রাণ মহাপুরুষের তরে,
আছে আরো তার আনন্দ মধুরতর—রক্তঝরা
বেদনা-মাধুরী।

সেই দিন—তখনো আঁধার-ছায়া
পূর্ব্বাকাশে—ত্যজিয়া প্রিয়ার বক্ষ সুকোমল, রুক্ষ
সন্তরি' নদীর বক্ষ গেলেন চলিয়া, পুলকিত
তাহে ছিল ঘিরি' প্রতি অঙ্গে যে সুতীব্র উদ্দীপনা
আর দুরন্ত বাসনা ক্ষুরধার। নামিলেন বেগে
তীরপ্রান্তে আর্দ্রদেহে, বাহিয়া গেলেন চলি' বনে।
তরুণ তুরঙ্গ যথা হরষিত তৃণভূমি 'পরে

শ্যাম শস্পদলাগ্রাণে, তার ঘন অনিল-কম্পিত
কেশরাগ্রে চলে যবে লীলাচ্ছলে বাঁকাইয়া গ্রীবা,
তেমনি সে অপর্য্যাপ্ত যৌবন-রভসে গেল চলি'
তরুণ কিশোর ওই, দোলাইয়া চূর্ণালকরাশি,
আনন্দ-কিরীটী। ক্ষিপ্র জীবন-সমীরে অন্তহীন
ছিল তাঁর প্রমোদ-বিহার, দীপ্ত উদার সবল
প্রভাতের প্রাণী। ইতস্ততঃ ভ্রমিলেন বহুদূর
ধরিতে প্রয়াসী ঊর্দ্ধলোকে শাখাপুঞ্জ, ফলফুল-
আহরণ-অভিলাষে—উৎপাটিয়া দিলেন নিক্ষেপি',
আরবার নিলেন বাছিয়া পুনঃ আরো যে উজ্জ্বল,
খুঁজিয়া উপমা তার যৌবন-রাগের, অনুসরি'
নব নব স্রোতস্বিনী গেলেন চলিয়া, পরশিয়া
কত নব বনস্পতি, করিলেন অনুভব তিনি
পল্লব-গহন-ঘন আরণ্য শোভার আমন্থর
ক্রম-রূপান্তর; ঈষদার্দ্র পত্ররাশি পরিহরি'
ধূসর শ্যামল বর্ণ দিল দেখা পাণ্ডুর আভায়
প্রমুদিতালোকে, উঠিল আতপ্ত হ'য়ে নবারুণ-
কিরণের আগমনী চেতনা-স্পন্দনে; প্রবেশিল
ধীরে ধীরে পূর্ণ দিবালোক, স্থানে স্থানে দিল দেখা
প্রখর কিরণময় তীব্রোজ্জ্বল উন্মুক্ত প্রান্তর,
নিখিল বর্ণের আভা দীপ্তরাগে উঠিল রাঙিয়া।
অনন্তর যবে ছায়াবৃত সুখদ আতপ-তাপ
করিলেন অনুভব, শুনিলেন সজাগ প্রাণীর
তৃপ্ত কণ্ঠস্বর মধ্যাহ্নের সুরে বাঁধা, চলিলেন
ফিরি' গৃহপানে, তৃষিত সে প্রিয়ংবদা-সমাগমে।
শ্যামপত্র-অন্তরাল হ'তে বাহিরিয়া আপনার
গৃহের সমীপে হাসিলেন দিনমণি পানে চাহি'।
কহিলেন দীপ্তকণ্ঠে—"হে পিতৃ-দেবতা বিভাবসু,
কি মাধুর্য্য এ জীবনে, এই প্রেমে! আনন্দ মোদের
কভু ফুরাবেনা, জরা নাহি করিবে মোদেরে গ্রাস;

উজ্জ্বল তটিনী কিংবা নির্ম্মল পবনসম রবো
সদা মধুময়, অথবা লভিব পুনঃ নবপ্রাণ
পুষ্পরাশিসাথে, নহেত বাঁচিব সুনিশ্চয়—রহে
বাঁচি' অচেতন তরু যতদিন।" আত্মহারা নিজ
মধুর স্বপনসুখে, মৃদুহাস্তে কহিলেন তিনি—
"দেখ তারে। এখনই সে হেরি' মোরে লবে ফিরাইয়া
অশ্রুসিক্ত ক্রুদ্ধ অভিমানে সুচারু আনন তার
অধিক সুন্দর ঝঞ্চা বহ্নিময় কিংবা শ্রাবণের
জ্যোৎস্নাধারা হ'তে। পিছু পিছু আমি যাব অনুসরি',
ভুলাব হৃদয় তার পরম সুপ্রিয় ভাষে মোর;
কিংবা সর্ব্ব কঠোরতা সহিব নিঃশেষে; আস্বাদিব
ফলসম রোষ-রস-মধু তার, বিব্রত করিয়া
অন্তর তাহার নিরুপায়ে, তবে যাইবে গলিয়া
সহজেই সে মৌন আহ্বান যেথা নাহি প্রত্যাখ্যান,
উতলা হৃদয় যবে হৃদি সাথে চাহিছে মিলিতে;
কিংবা চারুতর করি' সাজাইব দীপ্ত রূপ তার
ফুলদলে; অথবা সে কোমল চরণ দুটি ধরি'
করিব মিনতি। আচম্বিত উষাসম তবে তার
দেখাইবে মুখখানি—উঠিবে প্রস্ফুটি' অনিচ্ছায়,
উদ্ভাসিত প্রসন্ন হাসিতে।" কথা না হইতে শেষ
দেখিলেন তারে। ছিঁড়ি' ল'য়ে এক মল্লিকা-কুসুম
প্রতীক্ষা-করুণ-করে ছিল সে দাঁড়ায়ে, নতমুখী,
অধীর উতলা; সেই ক্ষণে তাঁর শুনিল সহসা
পদধ্বনি; পরম আনন্দময় সুমধুর হাসি
অগোচরে বিকচিয়া উঠিল হিল্লোলি' তার মুখে,
অকস্মাৎ সুবিপুল রভসের লজ্জারুণ-রাগ
দিল রাঙাইয়া কপোল তাহার; মৃত্যু-পূর্ব্ব-ক্ষণে
পলকতরে রহিল সে দাঁড়াইয়া পরম সুন্দর
বহি' আপনার ভালবাসা; চাহিয়া তাহার পানে
উঠিলেন তিনি হাসি'। মর্ম্মভেদী চীৎকার সাথে সে

নিষ্প্রভ হইয়া গেল ; গুমরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে
পড়িল ভাঙিয়া তার জর্জ্জরিত দেহ। কিন্তু রুদ্র
রহিলেন চাহি' নির্নিমেষ নিশ্চল পাষাণসম
ভয়াচ্ছন্ন নির্ব্বাক বিস্ময়ে ; পরে, লভিয়া চেতনা
ক্ষিপ্রবেগে আসিলেন পার্শ্বে তার, সন্ত্রাস-বিহ্বল
উৎকণ্ঠায়। দেখিলেন আসিবার পথে, কুণ্ডলীর
উজ্জ্বল ক্ষণিক প্রভা, পরিহরি' মুক্ত দিবালোক,
ল'য়ে হিংস্র বিচিত্র ভাস্বর ফণা শ্যামল আশ্রয়ে
অদৃশ্য হইয়া গেল বেগে, সরোষ গর্জ্জনে তার
সূচিয়া মরণ। বাক্যহারা বসিলেন পার্শ্বে তার
ভূমিতে বিলীন। শেষ আশাভরে বাড়াইয়া বাহু
করিলেন আনন পরশ, আঁধারের গ্রাস হ'তে
টানিয়া আনিতে প্রাণ যেন, মিনতি-কাতর চোখে
সন্তর্পণে রাখিলেন বক্ষে কর, দেখিলেন এ যে
উষ্ণ তনু ! আশা নিদারুণ বিঁধিল মরম তাঁর !
কিন্তু যথা তরুণীর চারু বক্ষ 'পরে শুষ্ক ম্লান
যূথীফুলদল, সেইমত ছিল পাসরিয়া তার
বিবর্ণ কপোল অনুপম রক্তিম গোলাপ-আভা
আপনার। তখনো এ দিবস-আলোকে সম্পৃক্ত সে
নেত্র তার ছিল প্রসারিত জ্বালাময়ী বেদনায়,
ক্ষীণ বলে কণ্ঠ তাঁর জড়াইয়া তুলিল সে বাহু ;
ম্লান গণ্ড তাঁর আকাঙ্ক্ষিয়া নিজ বক্ষ 'পরে বালা
সকরুণ স্বরে উঠিল বিলপি,' "হায়, প্রিয়তম !"
থামিল সে ভগ্ন হৃদে। পরে কহিল "ওঃ প্রাণেশ্বর !
এত শীঘ্র চলে যেতে হবে, হায় ! ছাড়ি' এ শ্যামল
প্রিয় গেহ মোর ! ছিনু প্রণয়ের মিলনে চুম্বনে
কত সুখী, ভাবিতাম শত যুগ যুগান্তেও কভু
ক্লান্ত না হইবে গাঢ় আলিঙ্গনরাশি, এ হরষ,
উদ্দাম দিবস এই, রভস যামিনী, হাসিরাশি,
সোহাগ-ললিত কোমলতা. কলহ-বিবাদ আর

নয়নের লোর—এ সবের স্বাদ, অল্পই লভেছি
হায়, শুধু এই শ্যাম বনানীর বিচিত্র ভাস্বর
পাখীদেরো প্রাণভরে দেখা মোর নাহি হ'ল শেষ!
উষার অরুণোদয়, সন্ধ্যার বিকাশ—হ'লনাত
অন্তরঙ্গ পরিচয় ইহাদের সাথে; নাহি আমি
চিনিলাম পাখীদের সুধামাখা করুণ কাকলি—
কোকিল, চকোর, বউ-কথা-কও। চারিপাশে মোর
পুষ্প কত রাশি রাশি—তাহাদের অর্দ্ধেকেরো নাহি
শিখিয়াছি নাম, কয়েকটি তরু শুধু জানে মোরে
আমার এ নামে; আকাশের উজ্জ্বল তারকাদের
মৌন মধুরতা আজো যায়নি মিশিয়া মোর প্রাণে,
তবু কেন এখনি যে চলে যেতে হবে—হায়! আমি
করিতেছি অনুভব—তব উষ্ণ তনুর পরশ
হ'তে মোরে ভয়ঙ্কর হস্ত এক লইতেছে টানি'
হিম-ম্লান কোন কুয়াশায়; তমস্বিনী রজনীর
কৃষ্ণ ছায়া নামিছে আমার 'পরে। তোমারত নহি
আমি আর: নাহি জানি কোথা যাই, দেখিতেছি কত
পাণ্ডুছায়া-অবয়ব, তিমির-বিষণ্ণ দেশ যত,
আর সেই ভয়ঙ্করা নদী। প্রিয়তম! প্রিয়তম!
তোমা হ'তে নিয়ে যায় তারা বহুদূর; জানিনাত
আমাদের দু'জনার হবে কি মিলন কভু সেই
সুবিশাল ভীষণ শমনরাজ্যে, কিংবা একেবারে
যাবে মোরে ভুলি', এ জীবন তার অবার্য্য গতিতে
সঁপিবে তোমারে কোন অপরার বাহু-আলিঙ্গনে।
হায়! এস মোর সাথে। অসহ্য যে সেই প্রাণহীন
ক্রূর দেশে পরিক্রম—ভয়ত্রস্ত, একা, অসহায়;
কিংবা সেই তটিনীর কূলে কূলে বিভ্রান্ত বিলাপ—
নাহি যেথা মধু সূর্য্যালোক, নাহি তব ভালবাসা।"
ক্ষীণতম হ'য়ে এল কণ্ঠস্বর এবে, গণ্ডে তার
পড়িল মৃত্যুর ঘন-ছায়া; শিশুসম উচ্ছ্বসিয়া

কাঁদিতে কাঁদিতে মুঞ্জরিত প্রমোদ-বিহার হ'তে
অকালে আহূত তার অতৃপ্ত সে মধুর পরাণ
গেল চলি' অলক্ষিতে শুভ্র তপ্ত তনু পরিহরি'।
আনমিত তারে চাহি' রহিলেন রুরু—প্রাণহীন
অধর-কম্পন-প্রতীক্ষায়। নিশ্চল নীরবে সেই
শ্যামল বিপিনতলে প্রিয়ংবদা রহিল শায়িতা।
তার পার্শ্ব হ'তে নাহি উঠিলেন রুরু, জ্যোতিহারা
নেত্রে শুধু রহিলেন চাহি' মৃতা প্রেয়সীর পানে;
মুখে নাহি ছিল বাক্, নয়নে ছিল না অশ্রুজল।
তারপরে আসিলেন সেথা সেই মহা অরণ্যের
অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, আপনার মাতৃস্তন্যদানে
করিয়াছিলেন যাঁরা তাহারে লালন। মনোহর
সেই হিম দেহেরে ঘিরিয়া করিলেন খেদস্বরে
তাঁহারা রোদন। পরে, তাঁহার সমীপ হ'তে ধীরে
লইলেন দেহখানি তুলি'; নাহি করিলেন কোন
অনুনয় শেষবার দেখিতে ও মুখখানি রুরু,
নাহি মাগিলেন শেষ একটি চুম্বন, কিংবা তারে
দিতে নাহি করিলেন কোন প্রতিবাদ যারে তিনি
বাসিয়াছিলেন এত ভাল। সেই মৃতা বালিকারে
বাহিয়া নিলেন তাঁরা কোন দূর শ্যামল বিপিনে।

তাহারে স্মরিতেছিল বনস্থল মৌন অনুভাবে,
কিন্তু রুরু রহিলেন বসি' বাক্যহারা। যে গভীর
নিঃশব্দতা ছিল এবে তাঁর সর্ব্ব অন্তর ছাইয়া
তাহার ভিতর দিয়া শুনিলেন তিনি অরণ্যের
বিচিত্র মর্ম্মরধ্বনি, বৃক্ষশায়িকার উল্লম্ফন
পল্লব মাঝারে, ওই মাথার উপরে ছোট এক
পাখীর সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, শিখীর বিষণ্ণ কেকা
বহুদূরে বিলাপ-করুণ, অস্ফুট বিক্ষুব্ধ রব,

অলক্ষিতপ্রায় বনতরুদের মৃদু শিহরণ।
মনে হ'ল তাঁর—এই সব কতই সুদূর, কত
অনাত্মীয়, নিজ শূন্য হৃদয়-গহনে তিনি একা।
তবু হারালেন সদ্য যারে তার চিন্তা নাহি ছিল
মনে, সে ললিত মুখ নাহি দিয়াছিল দেখা যবে
তাঁর ভাগ্যাকাশে, সেই পূর্ব্ব জীবনের দূরতম
ছবি, কত নগণ্য ঘটনা, মুমূর্ষুর রুদ্ধবাক
বিবিক্ত উজ্জ্বল চিন্তারাশিসম দীর্ঘ সমারোহে
রেখেছিল চিত্ত তাঁর করি' অধিকার, অপসারি'
সে মৃতা বালার কথা। নিশ্চল ছিলেন এত তিনি,—
পাখীরা উড়িয়া গেল সচকিতে তাঁর পার্শ্ব দিয়া,
ক্ষুদ্র ক্ষিপ্র পক্ষ-সঞ্চালনে করি' তাঁহারে বীজন;
তখন টুটিল তাঁর আচ্ছন্নতা, নির্দ্দয় কঠিন
স্মৃতি কাঁপাইয়া সর্ব্বদেহ তাঁর উঠিল জাগিয়া,
চক্ষু তুলি' চাহিলেন তিনি, দেখিলেন পরিচিত
বনস্থল, চিনিলেন সেই শ্যামলিমা তেমনি সে
নির্ব্বিকার, দেখিলেন তরুশ্রেণী চির-পুরাতন,
রহিয়াছে তেমনি ফুটিয়া সেই কুসুম-নিচয়।
তীব্রভাবে দীপ্ত ঔদাসীন্য ধরণীর করিলেন
অনুভব আর বেদনার সর্ব্ব নিঃসঙ্গ ব্যর্থতা।
অনন্তর তুলি' ঊর্দ্ধে উজ্জ্বল ললাট, কহিলেন
নিষ্প্রভ বিষাদে: "হিম-কলেবর হে ক্রূর মরণ!
কিন্তু নাহি আমি করিব তোমারে নতি ক্রন্দনের
রোলে, কিংবা নাহি মিথ্যা ভজনায় তুষিব তোমারে,
আমার বিষাদে নাহি বিরচিব তোমার নাটিকা,
সামান্য নরের মত যারা তব অশনি-সম্পাতে
লুণ্ঠিত ভূতলে, রজনীরে সাক্ষী করে আপনার
উচ্ছ্বসিত বিলাপের, সঘন-কম্পিত আর্ত্তনাদে
আচম্বিত স্মৃতিরাশি যবে বিদ্ধ করে তাহাদেরে
খড়্গাসম, ক্ষণে ক্ষণে চকিত শঙ্কায় যেন কোন

দুর্ব্বহ চিন্তাতে, পদ-সঞ্চালন করি' কিছুকাল
লোটে ভূমিতলে অবসন্ন ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণায়।
হে প্রচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর, তিমির বিশাল, নামে যার
কম্পমান মোরা! কোন স্থানে, নাহি জানি কোথায় সে,
কোনরূপে—জানিনা কেমনে, হব আমি সম্মুখীন
তব আঁধারের, হে শক্তি বিপুল! আর এই হাতে
সবলে লইব কাড়ি', দেখাইব কত পরাক্রম
তব আর কত মানবের।" কহি এই কথা, ধীরে
গেলেন চলিয়া বনে। করিলেন পর্য্যটন সেথা
বহু মাস ধরি' শোক হ'তে শোকান্তরে, সঞ্জীবিত
করি' প্রতি পদক্ষেপে তাহার স্মৃতিরে, প্রসারিয়া
বিপুল বেদনা নিজ অমর মানসে। হৃদি তাঁর
উঠিল কাঁদিয়া রুদ্ধোচ্ছ্বাসে, বিরাট অরণ্যে যথা—
গর্জ্জিয়া অনল উঠে যবে—মর্ম্মদাহী যন্ত্রণায়
প্রজ্বলিত শাখাপুঞ্জ আর্ত্তনাদে চাহে ঊর্দ্ধলোকে।
সেইমত নিদারুণ দাহে শোক উঠিল জ্বলিয়া
অন্তরে তাঁহার; তুলিলেন তিনি নির্ম্মল তরুণ
মুখখানি তাঁর, ঘন বিষাদ-গম্ভীর—বাক্যহারা।
নিয়তির টলিল আসন তবে, হ'লেন ব্যাকুল
তাঁর তরে দেবগণ, শঙ্কিত সে স্তব্ধতায় তাঁর।
সুমেরু শিখর হ'তে আসিলেন বিদ্যুৎ গতিতে
নামিয়া অমর অগ্নিদেব। সেই বিশ্ব-সংহারিণী
বাণীতে সম্বোধি' কহিলেন তিনি অশ্বত্থ-বৃক্ষেরে,
"বিশাল পল্লবপুঞ্জে অম্বর-প্রসারী তরুবর!
সমর্থ আশ্রয়দানে বিরাট চমূরে তুমি, এবে
কর রক্ষা তার চেয়ে মহত্তর জনে, কীর্ত্তি লভ
মহীয়সী, দীপ্যমান এক দেবেরে আশ্রয় দিয়া।
শোকরাশি ক্রমে বাড়িয়া রুরুর বক্ষে উঠিতেছে
পুঞ্জীভূত হ'য়ে, আসন্ন প্লাবন যথা নীরবেতে
করে রণ ঘন আলোড়ন-শ্লথ প্রতিবন্ধসাথে।

অমর দেবতাবৃন্দ হয়েছেন ভীত, কাঁপিতেছে
সন্ত্রস্তা ধরণী শাপভার করিতে বহন, পাছে
হয় কবলিত তার নবপ্রাণ শোক-রাহুগ্রাসে,
আর অভিশপ্ত নিখিল জগৎস্রষ্টা প্রেম শুধু
নিরানন্দ বেদনায়। হে অশ্বত্থ! ক্রোধ তাঁর লহ
নিবর্ত্তিয়া শাখার অন্তরে তব, হবে তুমি মম
সিংহাসন—প্রদীপ্ত মহিমময়, রহিবে যদ্যপি
চির-যন্ত্রণায়,—তবু দিব্য অনল-পোষণে তব
সার্থক সকল ক্লেশ।" থামিল সে দীপ্ত সুনির্ম্মল
বৈশ্বানর-বাণী। সেই মূক বৃক্ষদেব জানাইল
নীরবে সম্মতি। সেই দিন দ্বিপ্রহরে আসিলেন
রুদ্র সেথা। কোমল চপল-গামী আলোক-রশ্মির
বিকীরণে উদ্ভ্রান্ত সে চিত্ত তাঁর ছিল ক্ষণতরে
স্তব্ধ—বেদনার বিস্মরণে ; ললিত কল্পনারাশি,
উন্মুখ-নয়ন-উচ্ছলিত গোপন গুঞ্জনময়
শত শত স্মৃতি এসেছিল এত মধুর আবেশে,
বিবশ হৃদয় তাঁর দেখিল মধুর স্বপ্নছবি
সে মৃতা প্রিয়ার। ধীরে নত করি পত্রদল তার
সে অশ্বত্থ-তরু গণ্ডে তাঁর করিল আঘাত মৃদু,
ঘন কেশভার করিল পরশ তাঁর। দাঁড়ালেন
ফিরি' রুদ্র প্রদীপ্ত হরষে। ক্ষণতরে, শুধু এক
আনন্দ-মুহূর্ত্ত-তরে মনে হ'ল এই সে প্রেয়সী।
এমনি সে বারবার আসিয়া গোপনে ছুঁইত যে
তাঁর চূর্ণালকরাশি প্রেম-ফুল্ল তার ছোট ছোট
অঙ্গুলি-পরশে দীর্ঘকাল ধরি', পড়িত উড়িয়া
গায়ে, বায়ুভরে, তাহার কুন্তলদাম, তার সেই
উতলা নিশ্বাস বসন্তের মদির সমীর সম
আসিত ভাসিয়া। তিনি দেখিতেন ফিরিয়া তখন,
বিস্মিত হরষে যথা হেরি' স্বর্গ, কুচযুগ তার
সমুৎসুক দিতে ধরা প্রেমোদ্দীপ্ত ব্যগ্র বাহুপাশে,

পুলক-চঞ্চল তনু আলিঙ্গন-প্রত্যাশী তাঁহার।
হায়! এবে নাহি দেখিলেন তারে, কিন্তু সকুণ্ঠিত
অপরাধী তরুটিরে; শোকানল উঠিল জ্বলিয়া
দ্বিগুণিত বেগে, দিল বিবর্ণ করিয়া মুখ তাঁর
বেদনায়। নীরব ধৈর্য্যের বাঁধ আর না মানিল
বাধা, পিতৃ-পিতামহ-ধ্যানার্জ্জিত অতি সুকঠোর
বংশগত মৌন তপোবল উঠিল জ্বলিয়া রোষে
কিশোরের মর্ম্মস্থল হ'তে। "অন্তর বেদনা মম,
হে অশ্বথ তরু! লীলাচ্ছলে করিয়াছ উপহাস
পবন-সহায়ে,—সে মধু পবন আর নাহি দিবে
আনন্দ তোমারে কভু, আর নাহি স্নিগ্ধ শ্যামলিমা
রোমাঞ্চিত করিবে তোমারে সুখে, হুতাশন মাঝে
রহিবে বাঁচিয়া তব অপরাধী কিশলয়দল,
যতদিন আর্য্য-জয়-রথ ধায় বিজয়ী সমরে
অভিশপ্ত তব দীর্ঘ ছায়াপথ দিয়া, যতদিন
মধুচ্ছন্দা সরস্বতী শীতল বিপুল জলস্রোতে
নাহি অপবিত্র জাতিগণে করেন কল্যাণ-দান।"
বাক্য-অবসানে তাঁর সেই সুবিশাল বনস্পতি
উঠিল কাঁদিয়া তার মর্ম্মরিত পল্লবে পল্লবে
জানি' আপনার ভাগ্য; পরে, প্রজ্বলিয়া ধিকি ধিকি
জীবন্ত অনল-ধারা সবেগে ছুটিল উর্দ্ধপানে
অদগ্ধ সে পত্রদলে সর্পিল গতিতে, চারি পাশে
বেড়িয়া পরিধি তার সংক্রুদ্ধ নিনাদে; পরিশেষে
দিব্য প্রহরণ-ধারী রথারূঢ় পূর্ণ হুতাশন
উদ্গত সহসা তরুশাখা 'পরে, গেলেন মিলায়ে
শূন্যে উদ্ভাসিত তড়িৎ-চমকে, হাহাকার করি'
রহিল দাঁড়ায়ে সেই নির্য্যাতিত মহাকায় জীব
বিক্ষোভিত তীব্র যন্ত্রণায়: এক অংশ ছিল শ্যাম
স্বভাব-সুন্দর, অন্য অংশ—লোল তীব্রোজ্জ্বল-শিখা—
ছিল পূর্ণ অনির্ব্বাণ অনলের ঘূর্ণাচ্ছন্দবেগে

আর দাহ-রবে। বিকম্পিত রুদ্ধ কিন্তু—ভীমবেগে
সে তপোবনের বহির্নিঃসরণ হেতু—মর্ম্মান্তিক
যাতনার কঠোর নিষ্পেষে উৎক্ষেপিয়া করদ্বয়
দিনমণিপানে কহিলেন চীৎকারিয়া,—"প্রিয়ংবদা!"
সেই মধু প্রিয়তম নামে উগ্রশোকজ্বালাময়ী
উন্মাদিনী মাধুরীর সাথে উদিল তাঁহার মনে
আনন্দ-উজ্জ্বল সেই পুরাতন দিবসের ছবি—
যবে তিনি ডাকিতেন প্রেয়সীরে ললিত তরল
নামে তার, যে নামেরে ঘিরি' চাহিত রহিতে স্বর
প্রেমভরে। মনে হ'ল চম্পক বনের কথা, যেথা
ছিল সে ফিরায়ে মুখ রোষ-ভরা আধো অভিমানে,
তাঁহার আহ্বান দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারি' তাহার নাম
যেন কোন মনোহরা সুন্দরী দাসীরে বিদ্রোহিণী
করেছে যে ভুল,—সে আহ্বানে নতবৃন্ত পদ্মসম
ধীরে ধীরে নুয়ে-পড়া মাথা তার, লীলাচ্ছন্দগতি
ক্ষণপরে তাঁর দিকে ; সেই প্রেম-বিলসিত তনু
পরম সুন্দর, যবে তপ্ত প্রণয়ের মধুময়
আত্ম-দানে বিলুপ্ত করিয়া দিত সাষ্টাঙ্গ-প্রণতা
আপনারে তাঁহার চরণোপান্তে ভীরু অনুনয়ে,
রক্তিম কপোল দু'টি পদপ্রান্তে তাঁর,—ক্ষণে ক্ষণে
সুকোমল মৃণাল-পরশ ; কিংবা দীর্ঘচ্ছন্দময়
নাম তার উচ্চারিত সানুনয়ে, যে নামে সকল
দেহ তার পড়িত ঝাঁপায়ে তাঁর আলিঙ্গন-তলে,
দীঘল নয়ন দুটি গাঢ় অনুতাপ-ভরা, ঘন
উদ্দাম বক্ষের সম্পীড়ন, তৃপ্তিহীন অধরের
মদির চুম্বন , কিংবা রহিয়া রহিয়া সে আহ্বান
ছোটোখাটো নানা তুচ্ছ প্রয়োজনে ; অথবা তাহারে
মধুমাখা সবিভ্রম আমন্ত্রণ শুধু অকারণ ;
প্রাত্যহিক শত আবেদন যাহা নাহি হ'ত কভু
পুরাতন, হারাত না তার বিস্ময় সঙ্গীত-সুধা ;

সুললিত নৃত্যচ্ছন্দবেগে যবে ছুটিত সে ফেলি'
সযত্ন-নিরত-গৃহ-কাজ, সেই উতলা নিশ্বাস,
সেই ফুল্ল আয়ত লোচন আর উন্মুখ অধীর
অধরোষ্ঠ; কিংবা সেই নাম গুঞ্জরিত কর্ণমূলে
সামগীতিসম প্রশান্ত নীরব ক্ষণে, যাহে তাঁর
সুগম্ভীর স্থিরদৃষ্টি তরলিত মর্ম্মান্ত হরষে;
অথবা তাহারে ভুলাইয়া নদীতটে লয়ে-যাওয়া;
কিংবা যবে রহিত সে সুললিত সুখ-তন্দ্রালীন,
চুপিচুপি প্রেম কলকথা; কিংবা গোপন মধুর
বাসর-উচ্ছ্বাস সেই অর্দ্ধস্ফুট নামের তাহার।
ক্ষীণ ক্লান্ত প্লবমান জনে যথা সমাচ্ছন্ন করি'
ধায় বেগে উর্ম্মিমালা অবিরাম, বিদীর্ণ করিয়া
দিল তাঁরে সুমধুর শত শত স্মৃতি নিষ্করুণ,
তীব্র সুখাবেগসম অসহ্য সহনে। অবশেষে
স্মৃতিপথারূঢ় সুবিপুল আনন্দ-তরঙ্গাঘাতে
মূর্চ্ছাহতপ্রায়, সকরুণ আর্ত্তস্বরে উঠিলেন
বিলপিয়া: "হে মৃত্যু-পাণ্ডুর প্রিয়ংবদা! প্রাণহীন
হে মঞ্জরী মনোহর—তবু সঞ্জীবিত মম শোকে!
শুধু এই নির্দ্দোষী তরুরে, হায়! পেরেছি নাশিতে;
অক্ষম—শক্তির যবে ছিল প্রয়োজন। পিতামহ
ভৃগু নাহি ছিলেন এমন, যাঁর পূত বীর্য্য হ'তে
মোর সমুদ্ভব, কিংবা ভৃগুর তনয়, পিতা মম,
উত্থিত সহসা যবে প্রদীপ্ত প্রভায় পুলোমার
কুক্ষিগর্ভ হ'তে, ক্রোধান্ধ ভীষণ প্রজ্বলন্ত যেন
করিলেন বৃক্ষসম নিপাতিত অনঙ্গ-বিলাসী
দুর্বৃত্তেরে। এই পূর্ব্ব পিতৃগণ হ'তে হইয়াছি
হীনবীর্য্য। হে কৃতান্ত! তব অনবগুণ্ঠিত মুখে
নাহি দাও দেখা নক্ষত্র-বিতত এ ধরণীতলে,
কিন্তু আস ছদ্মবেশে আর সবলে কাড়িয়া ল'য়ে
আমাদের প্রিয়তম জনে, পাও ভয় বুঝিবারে

সম্মুখ-সমরে প্রেমসাথে। আর তব ছায়া-ম্লান
নিকেতন হ'তে নাহি ফিরে কেহ জানাইতে তব
পথের সন্ধান। তবু হায়, প্রেমিকের যন্ত্রণার
অনির্ব্বাণ-দাহে আর প্রেমিকের বেদনা-সঞ্জাত
তপস্যার বলে কোন শক্তি রহে যদি অনুকূল
দেবতারে আকর্ষণ করিয়া আনিতে ধরাতলে—
তবে শ্রুত হোক মোর মৌন হৃদি-শোক-আবেদন।
যে কেহ হও না তুমি দীপ্যমান হে মৃত্যু-অরাতি।
এস নামি, লও মোরে সে নিষ্প্রভ প্রাসাদ-তোরণে।
অনলেরি সম দহিয়াছি আমি নির্দ্দয় অনলে,
অসি হ'তে খরতর পর্য্যঙ্কে যে রয়েছি শায়িত।"
বাক্য-অবসানে তাঁর উঠিল শিহরি' শূন্যতল,
আর সেই সুদূর নীলিমা যেন লাগিল কাঁপিতে
অদৃশ্য পক্ষের অধঃ-সঞ্চারণ-গতির স্পন্দনে।

রুরু কিন্তু চলিলেন তীব্রাবেগভরে স্মরি' নিজ
জ্বালাময়ী প্রেমকথা। আসিলেন সাঁঝের বেলায়
সুনিভৃত তৃণঘন অবারিত শ্যামলিমামাঝে
মেদুর শীতল প্রভাজালে। ছিল সেথা তরু এক
নন্দন-পবন-ধৌত, চাহি' ঊর্দ্ধে গগনের পানে
শাখা মেলি'। শুক এক চীৎকারি উঠিতেছিল বেগে
একাকী শিখর দেশে তার। হেলিয়া সে তরু 'পরে
হিরণ্ময় শিশু এক, অর্দ্ধ-নগ্ন, ছিল দাঁড়াইয়া,
সমুজ্জ্বল প্রতি অবয়ব তার অনিন্দ্য-সুন্দর,
ললিত লাবণ্যময়, মাধুর্য্যে অনুপমেয়, প্রতি
আলোক-স্ফুরণ, প্রতি পেলব সবল বক্ররেখা
দৃষ্টিরে করিতেছিল আকর্ষণ মন্ত্রবলে যেন,
বিমথিয়া হৃদি অসহায়। ছিল চাপ হস্তে তার
দোদুল বিলাসে—অপরূপ, নাহি হেরি তার সম

নরলোকে ধনুর্দ্ধর-করে ; কম্পমান মৌর্ব্বী তার
মুখরিত শত শত ভ্রমর-গুঞ্জন-ধ্বনি সম,
কোন অনামা সৌরভ দিয়াছিল ঢালি' নিত্যকার
অবিশেষ সামান্য সমীরে মোহ-ইন্দ্রজাল। সেই
মধুর বয়ান তুলিলা সে রুরু পানে, অবরোধি'
মোহন ইঙ্গিতে পদক্ষেপ তাঁর। "কে তুমি হেথায়
ভ্রমিতেছ কাননে কাননে, মর্ম্মান্তিক ক্লেশে কেন
রমণীয় তরুণ আনন তব স্তব্ধ সুগম্ভীর ?
সুবিপুল বিলাস-লীলায় করিয়াছে দেবগণ
নির্য্যাতিত হৃদি তব দেখিবারে ভীষণ মহান্
সৌন্দর্য্যের ছবি যাহা বেদনায় লভিয়াছে রূপ
অধরোষ্ঠে, জ্বলন্ত নয়নে তব ; অসুর পুরীতে
স্বৈরাচারী শাসকেরা লভে যথা বিপুল উল্লাস
অপরের যন্ত্রণার নিদারুণতায়, আবরিয়া
দীপ্তাস্য অনলজালে, মানি' আপনারে মহাবলী।
নিঃসন্দেহ মুখ তার ছিল সুধামাখা মধুময়,
পয়োধর-শোভা চিত্ত-প্রমাথিনী, চাহ তুমি যারে
নাহি হেরি' শ্যামল মাধুরী—পশে না শ্রবণে তব
অতি পরিচিত নানা মনোরম শব্দের ঝঙ্কার।"
কহিতে লাগিলা রুরু বশীভূত দেবতা-প্রভাবে :
"জানি তোমা, কামদেব, নিষ্করুণ রুচির সুন্দর,
অসংখ্য জগৎ হয় এক মহা বাসনা-অনল
দীপ্ত তব তেজে। হায় ! জিজ্ঞাসিছ কোন প্রয়োজনে
তাহার বারতা মোরে বাড়াইতে শুধু কামানল
আর এ বিয়োগ-পরিখেদ ? তব দিব্য অপ্সরারে
জান তুমি জননী তাহার, হে পরম প্রেমদেব !
যথার্থই যদি তুমি সেই, নহ মোর দুর্ভাগা এ
হৃদয়ের অলীক স্বপন।" স্বর্ণতনু রতিপতি
কহিলা রুরুরে হাসি'—চিরন্তন পুলক-মধুর
যে হাসিতে উঠে জাগি' বসন্তের প্রাণ : "হে মানব !

আমি সেই দেব, আমি সে মদন যাহার প্রভাবে
প্রভান্বিত নক্ষত্রনিচয় ; তুলি আমি ফুটাইয়া
বিশাল জীবন-পটে নানা ছবি আলোছায়াময়,
হাসিতে অশ্রুতে জলজল ; সাধারণ মুহূর্ত্তেরে
করি অপরূপ বিচিত্র বিস্ময়ে, সামান্য কথারে
করি শ্রবণ-রঞ্জিনী ; পরস্পর বিরুদ্ধ প্রাণের
সংযোজনে গেঁথে দেই জীবনে জীবন—আকস্মিক
সম্মিলনে কিংবা দীর্ঘ-অপেক্ষিত কুহক-মায়ায়।
মম প্রেরণায় পড়ে ঝাঁপাইয়া কিশোর সে বর
বেপমানা বধূবক্ষে ; মর্ত্ত্য মুখকান্তির ছটায়
করি আমি প্রমাথিত দেবচিত্ত ; তীব্র ভয়াবেগে
মহাভাগ দর্শনীয় নরলোকপালগণমাঝে
অবেক্ষিত জ্বলন্ত নয়নপাতে, অবশ তনুরে
কুমারীর বাধ্য করি' সবলে ছুটাই আমি তারে
পূর্ব্ব-পরিচয়হীন সেই এক কান্ত মুখপানে,
সেই এক প্রেমাস্পদ বক্ষের আশ্রয়ে, সুরক্ষিত
চিরতরে তাহারি লাগিয়া। আমারি প্রভাবে হয়
দাম্পত্য জীবন মধুময়, কর্ম্মরতা গৃহিণীর
সুতৃপ্ত হরষ, অনুরাগ-দীপ্ত নতি, সমুৎসুক
ক্লান্তিহীন সেবা পূর্ণ প্রেমে, সুখস্মিত ওষ্ঠাধর,
পূজারতা স্নিগ্ধ আঁখি দুটি ; আমারি সে আলিঙ্গন-
লোভী পতির মদির বাহু, নহে আমারি প্রভাবে
নিত্য ব্যবহারে কভু অবসাদ-ম্লান, পুরাতন
প্রিয় কলকথা আর বিভ্রম-বিলাস, প্রিয়াকেশ-
স্পর্শসুখ, মৌন পরিতোষ অনুভূত সান্নিধ্যে সে
এক প্রিয় পরিচিত তনুময় লাবণ্যরাশির।
নহে শুধু এই—আছে আরো বহু জড়িত আমার
নামে সুবিমল প্রীতি-স্নেহ, ললিত আনন্দ-কথা।
সুকুমার ভ্রাতৃ-প্রেম-বীজ আমি করি যে রোপণ,
সৃজি ভগিনীর সুমধুর আকর্ষণ—উন্মুখীন

হৃদি উচ্ছলিত অলঙ্ঘ্য সে সহজ রক্তের টানে ;
বাল জননীর অনুরাগ-দীপ্র দিঠি, অপার্থিব
যাহা, মহনীয় তাহারি উপমা এই পৃথিবীর ;
জনক-জননী-প্রতি হৃদয়ের ভক্তি অবিচলা
আমারি শিক্ষায়। এই সব মোর দান যার তরে
পূজে মোরে লোকে—মম প্রশান্ত মহিমা : পারি আরো
হানিতে যে শর খরতর ; উদ্দাম ঝটিকাঘাতে
বিকম্পিত ধীরচিত্ত, দ্রবীভূত পাষাণ-প্রকৃতি,
অশ্রুরাশি, মূক অন্তর্দাহ, সে যন্ত্রণা সুদুঃসহ
সমব্যথী নাহি যার, অনির্ব্বাণ জ্বালাময়ী ঈর্ষ্যা
সর্ব্বনাশী, দরদী হৃদয় রূপান্তরিত শিলায় :
বপি দুর্ব্বিনীত সুবিপুল প্রাণে প্রতিহিংসা ঘোর,
অমানুষী নিষ্ঠুরতা, প্রেমশূন্য ইন্দ্রিয়-লালসা
দেহলগ্ন সদা, নিদারুণ চপলতা, ভালবাসা
ঘৃণারি দোসর সে যে, পাশবিক নানা অত্যাচার,
প্রমত্ত বাসনারাশি অতৃপ্য মলিন, চিত্তোন্মাদ
অন্ধ মরণসমান আর বধির অসির সম।
হে মানব! গভীর আন্তর সর্ব্ব স্পৃহা, সুবিপুল
সর্ব্ব অভিলাষ, আমারি সে,—এ অবধি শক্তি মোর।"
কহিতে কহিতে কথা সুবিশাল ভাব-ব্যঞ্জনায়
মুখ তাঁর ধরিল অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে বিস্ময়।
নররূপী দেহ-অবয়ব তাঁর উঠিল উদ্ভাসি'
সুকোমল দীপ্তিজালে। বিচ্ছুরিত প্রভার ইঙ্গিতে
সূচিত করিয়া দিল প্রচ্ছন্ন দেবেরে। ক্ষণপরে
ঈষদ্বিরক্ত-কুটিল দৃষ্টিপাতে কহিলেন পুনঃ,
"এ অবধি শক্তি মোর—জানেন তাঁরাও ভালমতে
সুরোত্তম যাঁরা। শুধু মৃত্যুসাথে যুঝি আমি বৃথা,
কামময় দেবত্ব আমার হয় সংশয়-বিলীন
অবশেষে। হে মানব! নক্ষত্র-অন্তরে আমি জ্যোতি,
পুষ্পের মুকুল, নামহীন রসের সৌরভে রহি

পরিব্যাপ্ত সৃষ্টির অন্তরে : কিন্তু মোর পিছু-পিছু,
আমা হতে আরো পুরাতন, আসে সে নিশার সাথে
হিমঘোর ছায়াবগুণ্ঠিত। শমন-ভবন-পথ
কঠিন সে, সুকঠিন সে পথ-সন্ধান, অনুসরি'
চলা সেই পথে কঠিন অধিকতর, মর্ত্ত্যগতি
অসম্ভব প্রায়। তবু, হে চারুদর্শন যুবা! যদি
নিতান্তই ভূগর্ভে নামিতে চাহ—প্রতিষ্ঠিত তুমি
অনুরাগে, একনিষ্ঠতায়, আর নহেত সহজ
বধিতে সে প্রাণ জীবিত যে সহি' এতাদৃশ ক্লেশ—
দৃঢ় কর আপনারে বিপত্তি-সঙ্কুল অভিযানে,
সুরক্ষিত প্রেমদেবের সহায়ে। তবু শুন আগে,
দিতে হয় কি ভীষণ দুর্ব্বহ সে বিনিময়-পণ
চাহে যারা আপনার মৃতজনে আনিতে ফিরায়ে
জীবন্ত মানব-ক্রোড়ে।" এ পর্য্যন্ত কহিলা দেবতা,
কিন্তু ত্বরা করি' সে প্রেমিক উৎসুক নয়নে, ঘন
কম্পিত উরসে, মহা শোভাময় রক্তিম আননে
লাগিলা কহিতে, "হে মহান্, হে সুন্দর প্রেমদেব!
সম্ভব শক্তিতে যদি, দেহবলে কিংবা মনোবলে,
আত্মার সংগ্রামে কিংবা মর্ম্মস্পর্শী বাক্যের বিন্যাসে,—
যে মধুর বাক্যের প্রভাবে নিষ্ঠুর যে সে-ও হয়
কৃপা-পরবশ,—কিংবা হৃদয়-ব্যাকুল-করা সুরে—
শুনেছি যে আমি যবে দেবলোকে দেবী সরস্বতী
বীণাযন্ত্রে তোলেন ঝঙ্কার অকরুণ মধুরতা
তীব্রজ্বালাময়ী ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে নাহি মানি'
বাধা, মর্ম্ম দীর্ণ করি' আর হৃদয়েরে নিঙাড়িয়া
ঝরে অশ্রু দেবনেত্রে—প্রযত্ন করিব তবে সৃজি'
সঙ্গীত মহান্, কিংবা অনবদ্য মধুর বচনে,
অথবা তাহারে রোধি' সুসংবদ্ধ এই বাহু দিয়া
করিব সংগ্রাম আমি তুল্য পরাক্রমে দুর্দ্ধর্ষ সে
মৃত্যুসাথে মানুষী শক্তিতে। কিন্তু মূল্য-বিনিময়ে

প্রেম ও মৃত্যু

যদি, হা দেবতা! ইহা হ'তে কি আর সহজতর!
নিদারুণ অগণিত অশ্রুকণা ঝরিবে নয়নে
তার মুক্তি-কামনায়, কিংবা শত শত বর্ষ ধরি'
তীব্র ক্লেশ সহি' দিব প্রতিদান—মর্ম্ম-বেদনায়
আর মম দেহের পীড়নে—যদি তাহে অনুভবি
ক্ষুদ্র দুটি কর তার মম মুখ 'পরে অবশেষে,
ঘন সজীব কেশের গুচ্ছ যদি বিদ্যুৎ-পরশে
জাগায় পরাণ মোর আর স্পর্শঘন নিশ্বসিত
বুক ছোঁয় মোরে নিবিড় আবেগে।" কহিতে লাগিলা
তবে কৃপাভরে মৃদু হাসি' শক্তিমান সেই দেব:
"রাগমুগ্ধ হে অন্ধ প্রেমিক! পারিবে না প্ররোচিতে
নয়ন-সলিলে কভু অশাম্য সে কৃতান্তদেবেরে।
বৃথা সর্ব্ব ক্লেশ তব—যন্ত্রণায় নাহি তার দয়া,
জানে না সঙ্গীতে তার পাষাণ হৃদয় বিগলিতে
করুণায়, বিনয় বচন করে না সে অঙ্গীকার।
আর সেই সুভীষণ ছায়াসাথে সম্মুখ সমরে
বল তুমি যুঝিবে কেমনে—পার না যে বাঁচাবারে
ক্ষুদ্রতম কুসুম-কলিকাটিরে ম্লান হ'য়ে যেতে'?
চাহে শুধু এক বস্তু দেবগণ জীবিত মানব-
কাছে—বলিদান: অন্যথা ইহার মিলিবে না কভু
কোন মহা পুরস্কার। কিন্তু আছে বহুবিধ বলি—
গো-মহিষ আদি পশুজাতি, স্তবস্তুতি, সোমরস,
নির্ম্মাল্য কুসুম, রক্তাঞ্জলি, ঘোরতর তপস্যায়
চিত্ত-বিনিয়োগ, ত্রুটিহীন ক্রিয়া আর পরিপূর্ণ
ভাবের সৌরভ—পূত ধূপগন্ধ যথা, উদারতা
সুবিশাল বিকীর্ণাংশু আদিত্যের সম, অথবা সে
নিদারুণ শ্রম, মর্ম্মন্তুদ অশ্রুধারা, নির্ব্বাসন,
মৃত্যু কিংবা সে বেদনা সুদুঃসহ মরণ-অধিক,
বিরহ সে—মরু, নাহি যেথা প্রিয়মুখ-সন্দর্শন;
পাপাচার—সেও পারে হ'তে সুসমৃদ্ধ বলিদান

গ্রহণীয় অসাধু ফলের তরে। কিন্তু এই সব
কিছু নাহি মাগে অপ্রসাদনীয় সেই ছায়া: একা
সুরগণমাঝে মৃত্যু নাহি ভালবাসে উপহার:
অতিথি সে পবিত্র হৃদয়ে যথা কলুষ হৃদিতে।
হের! ন্যায়নিষ্ঠ ওই নত, অসহায় আপনার
মৃত জনপানে চাহি', সমগ্র পুণ্যের রাশি তার
পারিবে না সে হিম-শীতল বক্ষে সঞ্চারিতে প্রাণ:
সমীপে তাহার অতি পর্য্যাকুল শোকদিগ্ধানন
গাঢ় অনুরাগ-ভরা—হবে না সে বিরত চুম্বিতে
নিষ্প্রাণ অধর যাহা নাহি ভৎর্সিবে তাহারে আর।
প্রাণ—পাণ্ডু প্রেতরাজ চাহে: তব আয়ু-অর্দ্ধভাগে
অকাল-কর্ত্তিত প্রাণতন্তু তার পার প্রলম্বিতে
ছিল যার সেই আনন্দদায়িনী সত্তা—অর্দ্ধভাগে
মধুর আয়ুর। ওহে রুরু! দেখ তব ক্ষণিকের
অনিশ্চিত দিনগুলি—তবু কত মধুর তাহারা!
কি মধুর শুধু এই সুখ-প্রবাহিত প্রাণশ্বাস!
আর সাধারণ বস্তু যে সকল—তাহারাও কত
মনোহর,—তুমি বুঝিবে তখনি হারাইয়া যাবে
যবে তারা—কি উজ্জ্বল ছিল দিবালোক, নিদ্রা শুধু
আরামদায়িনী কত, বন্ধুভাবে রহি' আলিঙ্গিয়া
ক্লান্ত সর্ব্ব অবয়ব, আর যে আহার্য্য সাধারণ—
সেও কত উপাদেয়। বস্তু নানা অকিঞ্চিৎকর
চাহিবে তখন তুমি, প্রত্যাখ্যাত সৌন্দর্য্যের তরে
করিবে আক্ষেপ, দীপ্তরূপরাশি অর্পিত বৃথায়।
হে প্রেমিক! দিবে কি ছাড়িয়া এই আলো-আনন্দের
সুমধুর তব অর্দ্ধভাগ—স্বল্প অপর্য্যাপ্ত ভাগ—
নিরর্থক অপরের তরে? সে ত তুমি নয়: নাহি
কর অনুভব যে হরষ বিলসিত বক্ষে তার,
দেহের পীড়নে তব কাঁপিবে না সে-ও, উঠিবে না
চীৎকারিয়া: করুণ নয়নে আর কাতর প্রয়াসে

করিবারে অনুভব ক্লেশ ঘুরিবে সে পাশে তব,
করিবে বিলাপ আপনার অচ্ছেদ্য সে ব্যবধানে
প্রিয়তম জন হ'তে—সাধ্য তার এ অবধি শুধু।
মানবেরা করে বাস নক্ষত্রের সম দেখে যারা
পরস্পরে ব্যোমতলে, কিন্তু নাহি জানে তরঙ্গিত
মর্ম্মমাঝে যে হরষ, যে বিষাদ এক অপরের :
উল্লাস তাহার একেলার অথবা বহিছে একা
নিঃসঙ্গ বেদনা আপনার। রুরু! দর্শনীয় মুখ
আছে বহু, নিজে কিন্তু তুমি ত একক। অতএব
ভেবে দেখ কত জাগিবে শোচনা যবে আনন্দেরে
করি' হ্রাস হবে অনুভব অবশেষে—মিলেছিল
ছায়া তব এমন মধুর সঞ্চয়ের বিনিময়ে।"
অদ্ভুত সে অনিশ্চয় দৃষ্টি হানি' হইলা নীরব
দেব। কিন্তু পুনঃ বাক্য প্রেমিকের আসিল ত্বরিত,
ব্যাকুলিত পর্জ্জন্যের ধারা যথা। "হায়! শূন্যগর্ভ
কথা! শুধু সূর্য্যালোক—কিবা মূল্য তার? কে চাহিবে
বাঁচিবারে বার্দ্ধক্যের চরম সীমায়, করিবারে
ভারাক্রান্তা অধীরা পৃথ্বীরে,—অবসন্ন বৃদ্ধ নর,—
ফিরিয়া তাকাতে অপচিত স্বার্থকীর্ণ দিনপানে
কাড়ি' ল'য়ে মুক্তহস্ত সুমহান্ জীবন হইতে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র সুখের কণা কৃপণের সম,
নাহি কোন সুসমৃদ্ধ ত্যাগ, কোন কর্ম্ম সুবিশাল
পাই যাহে আপনারে অন্যের মাঝারে, কিংবা নাহি
প্রকৃতির সুমধুর ব্যয়, তীব্রাবেগে প্রবাহিত
প্রেমে আর আত্মদানে—আত্মার প্রথম প্রয়োজন?
কে আছে এমন ভাবাবেশহীন জ্ঞানী যেবা নাহি
করে অনুভব কত গিয়াছিল হেলায় হারায়ে
আমাদের মহনীয় মর্ত্ত্য দিনগুলি সাবধানী
ব্যক্তিগত বহু প্রমোদ-বিলাসে অপরেরা যার
লয় নাই ভাগ? ব্যঙ্গ মোরে করিতেছ কেন তুমি,

উজ্জ্বল-ভুবন-সখা ? হও তুমি কহত কেমনে
প্রেমের দেবতা আর জাননা এ কথা—ভস্মীভূত
করে প্রেম দেহের এ ব্যবধান পাষাণ-শীতল,
ভিন্নতারে করে উপহাস—ক্রীড়ারত তারে ল'য়ে
আনন্দেরে করিবারে শুধু সুমধুরতর ? হায় !
গভীর মরমে জানি আমি, প্রেমিক ত ভিন্ন নহে
প্রেমাস্পদ হ'তে, নহে ভাষাহারা পরস্পর প্রতি
নীরবতা তাহাদের। হিয়া তার আপন হিয়ায়
রাখে ধরি', অনুভবে দেহ তার আপনার মাঝে।
তারি তনুতাপে উঠে সে রাঙিয়া, বিবর্ণ তাহারি
শীতে। আর যবে যায় সে মরিয়া, হায়! যবে যায়
সে মরিয়া, হায়! হায়! কি শূন্যতা, কিবা অঙ্গহানি!
জীবন সে নহে ত জীবন নষ্ট যেথা সুমধুর
উদ্দীপনাময় অভিন্নতা। আর ফিরায়ে আনিতে
পারি যদি তারে বিপুল শোকের হ্রাসে, মূল্য অহো!
কি সুলভ! অহো! সুখময় ক্ষণকাল যার লাগি
ঈর্ষ্যান্বিত যুগ যুগান্তর! কেন না বাঁচিয়া রব
মোরা নাহি করি শঙ্কা মরণেরে, আকস্মিক ভীতি-
শিহরণ ঘোরতর করিব না অনুভব আর,
যথা অপরেরা চাহি' সানুরাগে প্রিয়জনপানে
রজনীতে যবে দীপ নিবু-নিবু ; ক্ষণিক বিরহে
হব না কাতর মোরা উদ্দাম কল্পনা সাথে যুঝি'।
আসিবে সে ছায়াময় অন্ধকার যবে, শান্তভাবে
আমাদের যুগপৎ হবে অবসান এক সম
অন্তিম নিশ্বাসে, আত্মা করিয়া আত্মারে আলিঙ্গন,
পরিহরি' দেহ দীর্ঘ ক্ষীণ পাণ্ডুর চুম্বনে। পরে
স্বর্গের আনন্দে মোরা একসাথে করিব বসতি,
হৃদয়-মাঝারে ক্ষণে ক্ষণে রাখি করে করতল
লভিতে সুখের স্পর্শ সুনিশ্চিত, কিংবা যদি মোরা
নিতান্তই হই নিপীড়িত সেই বিভীষিকাময়

তরঙ্গ-প্রবাহে, পারিবে না বিচ্ছিন্ন করিতে তবু
তাহা আমাদের প্রেমাকুল অবয়ব তীব্র এক
বেদনার অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা, নরক-যন্ত্রণা
সুমধুর সাহচর্য্যে মনে হবে আনন্দের প্রায়।
প্রেমদেব! কথা আর চাহি না কহিতে, দাও মোরে
বরঞ্চ উড়ায়ে, হায়! সমীপে তাহার—বসন্তের
কলস্বরা রাণী মম—করিছে সে যেথা বিচরণ
হোক না সে যে কোনও তুষার-মলিন তটভূমি।"
হইলা নীরব রুরু সমুৎসুক ব্যগ্র আঁখি মেলি';
আর একবার মধুর সৌন্দর্য্য-দ্যুতি বিচ্ছুরিত
সর্ব্ব তনু হ'তে সেই কনক-দেবের আর সেই
কোমল মধুর মুখ, জ্যোতিরুদ্ভাসিত করি' তাঁরে
উঠিল রাঙিয়া; কহিলেন রুরুরে দেবতা: "যাও
তবে, হে প্রিয় যুবক, ধরি' সাবধানে এ প্রসূন
করে তব। কেননা আসিবে তুমি সে মহা-সঙ্গমে
গঙ্গা যেথা নির্ম্মল-সলিলা মিশিয়াছে অনির্ণেয়
উগ্ররূপ সাগরের সনে। দাঁড়াইয়া সেই স্থলে
উচ্চৈঃস্বরে জানায়ো প্রার্থনা তব মম সহোদর
উদ্দাম অর্ণবে।" কহি' এই কথা দিলেন বাড়ায়ে
অমর সে কর তাঁর—রুরুর মিলিল তার সাথে।
কিশোর সকল অঙ্গ তাঁর উঠিল উতলা হ'য়ে
হর্ষোন্মাদনার অন্তঃ-প্রবাহণে থরথর কাঁপি'।
অঙ্গুলিতে হ'ল অনুভব তাঁর সূক্ষ্ম অজানিত
কুসুম-মঞ্জরী, প্রস্ফুরিত রূপশ্রী-বৈভব এক,
অনল সদৃশ প্রায়, দলগুলি আছিল যাহার
পরিবর্ত্তন-চঞ্চল, অগ্নিশিখাসম, তাহা হ'তে
আর হতেছিল বিনিঃসৃত সুবিষম আকর্ষণ,
হর্ষ যাহে কাঁপে প্রাণ ত্রাসে, আসন্ন বিপদে যথা।
তুলিলেন আঁখি তিনি, কিন্তু সে শ্যামল অধিষ্ঠান
ছিল শূন্য, দেবতা-বিহীন। সেই মায়া-তরু শুধু

ছিল চাহি' নভঃ পানে বিস্তারিয়া শাখা, কম্পমান
সত্ত সুখাবেশে। অনন্তর ক্রমশঃ বিলীয়মান
পৃথ্বী 'পরে রজনী করিল তার সাম্রাজ্য বিস্তার।

কিন্তু শতদ্রু ও বিপাশা হইতে—পুণ্যা দুই নদী
এককালে—প্রিয়া ইরাবতী আর বেগ-প্রবাহিণী
স্বচ্ছা চন্দ্রভাগা আর বিতস্তা যেথায় শ্রমরতা
মানবের তরে, সেথা হ'তে গেলা রুরু সমুজ্জ্বল
শ্যামল-বৈভবময় ভূমিভাগে পড়ে নি আজিও
যেথা পদচিহ্ন আর্য্যপিতাদের, অরণ্যবহুল,
হয় নি সে আমাদের ফলপ্রসূ মর্ত্ত্যোত্তমক্ষত,
সুখাসীনা প্রকৃতি যেথায় মৌন হর্ষে একাকিনী
ঘন বনরাজি আর বাণীহীন গিরিশ্রেণীসাথে।
আসিলেন তিনি ক্রমঃবর্দ্ধমান স্বর্ণরেণুময়
গঙ্গাতট অনুসরি', পরম বিস্ময়ে, পথহীন
দেশে যেথা স্বল্প কতিপয় জাতি, পৌণ্ড্র ও কিরাত,
যুদ্ধরত, পূজা করি' বৃক্ষ আর সে মহানাগেরে।
কিন্তু তেজঃশালী অধর্ষিত মহী আর অরণ্যানী
নানা হিংস্র পশুদের প্রাণ-সমারোহে সমাকুল,
রেখেছিল বশীভূত করি' সেই সব বলবান
অধিবাসিগণে। সেই স্থানে আসিলেন রুরু। এক
সুকোমল মৃদু সন্ধ্যারাগে ছিল গঙ্গা প্রসারিয়া
বহুদূর তার অসংখ্য তরঙ্গরাশি, ক্ষীণালোকে
দীপ্যমান যেন এক চঞ্চলতা মহানাদময়ী;
আর সেই আধো-দেখা তটদেশ-বনস্থলী হ'তে
আসিল তরণী এক হিল্লোলিত তাহার উপরে
শ্বেতপক্ষ মেলি', একমাত্র মৌন কর্ণধারসাথে
পাষাণ-পাণ্ডুর। পার্শ্বে তাঁর উঠিলা তরীতে রুরু;
রহস্য-গহন সেই নদীগর্ভে নামি' গেল তারা,

হেরিল বিশাল উভ তটভূমি বর্দ্ধিতায়তন
অপসৃত দৃষ্টিপথ হ'তে। হ'ল পৃথ্বী জলময়,
নভস্তল নিমগ্ন সলিলে। সমগ্র রজনী ব্যাপি'
মৃদু-অনুভূত নিম্নবাহী গতিবেগসাথে তিনি
করিলেন অনুভব অন্ধকাররাশি পুঞ্জীভূত
নেত্রচ্ছদ 'পরে, করিলেন অনুভব—দিবালোক
হ'তে বাস্তব অধিকতর স্বপনে. যেমতি—সেই
বাক্যহারা পাষাণ-আনন কাণ্ডারীরে পার্শ্বে তাঁর,
চলমান বিশালতা চতুর্দ্দিকে আর অবিরাম
স্বচ্ছন্দ প্রবাহ সেই অস্ফুট গতিতে, যথা কেহ
চলে ভাসি' চিরকাল অকূল সলিলরাশি 'পরে
সে বন্দর অভিমুখে লভিবে না যাহারে সে কভু।
কিন্তু যবে অন্ধকার হ'ল ক্ষীণতর, শুনিলেন
তিনি বৃহত্তর তরঙ্গরাশির আর্ত্তনাদ, হ'ল
বিপুল বিরাট অনুভূতি সমুদ্রের আর পদ-
তল-অধঃস্থিত গভীরের। কিন্তু থামিল সে তরী,
তাঁর 'পরে তুলিল কাণ্ডারী তার পাষাণ-নয়ন-
দৃষ্টি জন্ম যার সৃষ্টির আদিম নক্ষত্রের সাথে।
অনন্তর শ্বেতপক্ষ-সংযোজিত সেই তরণীতে
দাঁড়াল সে কিশোর বালক, আর চারিধারে তার
হেরিল সে ধূম্রবর্ণ বিশাল বারিধি আন্দোলিত
পাণ্ডু ঊষালোকে। তীব্রস্বনে ধ্বনিল রূঢ় কণ্ঠ
তরঙ্গ-মর্ম্মর 'পরে: "শোন মোরে, হে অস্ফুটবাক্
ধূসর অর্ণব, শোন। পড়িয়াছে যদি ধরা তব
অন্তহীন কল্লোল-মাঝারে কোন ধ্বনি প্রেমিকের
বিলাপ-মূর্চ্ছনা হ'তে, দাও তবে উদ্ঘাটিত করি'
রসাতল-দ্বার-পথ তব, হে অম্বুধি, মর্ত্ত্য-পদ-
গতি তরে মোর। যে হেতু করিব আমি পর্য্যটন
নৈরাশ্য-মলিন ছায়ালোকে, যন্ত্রণার ভোগভূমি
অবিমুক্ত প্রেতাত্মারা যেথা বিজড়িত করে বাস

আর অকাল-মৃতেরা—কাঁদে যারা অটুট স্মরণে।
সেথা হায়! কর মোরে পথ-প্রদর্শন। নহি আমি
হের পথচারী কোন, কিন্তু রুক্ষ, মহর্ষি-তনয়,
সর্ব্বজনমধ্য হ'তে ধরাতলে নির্ব্বাচিত আমি
অনুপম ক্লেশরাশি, অসামান্যা বিপত্তির তরে।
হের এই অনল-প্রসূন-দল! কি অম্লানভাবে
রহে ফুটি', স্থিতিশীল পরম বেদনা সাথে মম।"
ধরিলেন প্রসারিয়া কর তিনি কুসুম-মঞ্জরী
আভাসিত সুক্ষ্ম রশ্মিজালে। প্রাণবন্ত বস্তু সম
শিহরিল বিপুল বারিধি। অনন্তর সকল্লোলে
উৎক্ষিপ্ত করিল আপনারে, দৃষ্টি-পথ করিল সে
অবরোধ তরঙ্গমালায়, এককেন্দ্রমুখী করি'
সর্ব্ব তার মহাকায় চূড়া; অসংখ্য জলৌঘরাশি
দিল দেখা সহসা তাঁহার দিকে; বিভ্রান্ত করিল
নভস্তল। দিগন্ত দিগন্ত 'পরে পড়িল ছুটিয়া
সুভীষণ বেগে; পরে নিম্নশায়ী বিশাল নিনাদে
আপনারে শূন্যগর্ভ করি' সমগ্র জলধি দ্রুত
লইল তাঁহারে টানি' আপন অন্তরে, বক্রাকারে
ঊর্দ্ধে তাঁর ভয়ের ভীষণ রূপ করিয়া ধারণ।
সলিল-গহ্বর-তলদেশে সগর্জ্জনে নিপতিত
ঊর্ম্মিরাশি অবসন্ন যেথা, দেখিলেন তিনি সেথা
ভাসমান কেশভার মেলি' ক্ষীণ হরিৎ আলোকে
সমুত্থিতা সাগর-দুহিতাগণে—রহস্য-নিলীন
লক্ষ বক্ষ অনবগুণ্ঠিত অকস্মাৎ; আসিলেন
জলাবর্ত্ত-তলদেশে, হেরিলেন স্তম্ভিত বিস্ময়ে
শব্দহীন সুবিপুল সলিল-প্রবাহ ধাবমান
প্রবেশিতে দৃষ্টিপথহারা কোন বিবর-অন্তরে
পাতালেতে। দেখিলেন সেথা তিনি—ভাগ্য-বিনিহত
নরগণ প্রধাবিত যথা পূর্ব্ব-দৃষ্ট ভয়ঙ্কর
নিয়তির পানে, সেইমত, শঙ্কাকুল, চলিয়াছে

বেদনার্ত্তবেগে ছুটি' সে বিরাট নদী। অলোকিত
নয়নে তাঁহার সমুত্থিতা ত্রিধারারূপিণী দেবী।
অম্বুদ-নিনাদে তিনি চীৎকারিয়া কহিলেন তাঁরে,—
যেনরে সহস্র কণ্ঠ গুমরিল এক বেদনায়,—
"হে প্রেমিক! ভয় নাহি যার সূর্য্যালোক করিবারে
পরিহার, মম সাথে পার নিরখিতে অসহায়
সে আত্মারে তুমি বিষাদ-মলিন তমিস্রায় হারা,
অত্যাপি তোমার জ্বালাময় বক্ষে রহে দুঃসাহস
যদি সহ্য করিবার সুমহতী প্রকৃতির নিশা
এই ভয়ানক দেশে যেথা আমি, দেবী, করি শোক
আপন হৃদয় হানি' আপনারি নিদারুণতায়।"
ঘোররূপ অবতরণের পথে ফেলি' কৃষ্ণচ্ছায়া
চলিলেন তিনি, অনিচ্ছায়, আর তরঙ্গনিচয়
তার—সহজ মানবভাবময় ছিল যা একদা
একান্ত এ পৃথিবীর—ছাড়িল চীৎকার নহে যাহা
জীবিতের শ্রবণের তরে। রুক্কর সকল দেহ
হ'ল হিম: কিন্তু ভীষণ প্রবল প্রেম অগ্নিময়
অঙ্গুলির সম ছিল মর্ম্মমাঝে তাঁর নির্দ্দেশিয়া
অগ্রগতি,—চলিলেন তিনি নানা বীভৎস দৃশ্যের
মধ্য দিয়া নির্ম্মম নিষ্ঠুর শব্দ-চালিত পন্থায়।
অমানুষ বহু কণ্ঠস্বর কর্ণের সমীপে তাঁর
হতেছিল শ্রুত, আর কায়াহীন বিভীষিকা যত
নিষ্প্রভগতিতে তাহাদের সবলে লইল তাঁরে
অপচ্ছায়াময়ী তমসায়। বহি' তীব্র অন্তর্দাহ
আসিলেন এইরূপে তিনি ধূসরিত মরুস্থলে,
হরষিত পথক্লেশ-অবসানে—লোকে যথা বহু
সন্তাপ-ঝটিকা অতিক্রমি' প্রয়াসিত লভিবারে
চিরস্থির শান্ত নিরানন্দতায় ফেলি' সুনিশ্চিত
বিষাদ-নিশ্বাস, সেই ধূসর মরুতে, নিরাশার
ভূমি সে পাতালে যেথা নাহি আসে সূর্য্যের আলোক,

নাহি বারিধারা, মানুষের সুখশ্রম-হলাঘাত
মৃত্তিকায় নাহি করিছে কর্ষণ পূর্ণ করি' ফলে,
কিন্তু অনিশ্চয় সিকতাতে, ধারণা-অতীত সেই
অদ্ভুত শিলার সমুচ্চয়ে আর গুহা-অভ্যন্তরে—
মৌন সুবিপুল কৃষ্ণতায় যেতেছে মিশিয়া যাহা—
মহানাগ করে বাস আর তার অনুগ-বাহিনী,
আকুঞ্চিত রূপ বহু, বক্রগতি, ঘৃণ্য অতিশয়,
ভয়াবহ বহু যোজন ব্যাপিয়া ঘুরি' পাকে পাকে
অর্দ্ধ অন্ধকারে। দেখিলেন বিবিধ আকার তিনি,
শুনিলেন ক্রূর নিশ্বসন, চিনিলেন লোলরশ্মি
হুঙ্কার-জনক, কিন্তু তিনি করিলেন অতিক্রম
প্রণোদিত করি' বলে অচল-প্রতিষ্ঠ তাঁর প্রাণ।
অবশেষে হ'য়ে পার ক্লান্ত নিরাশার ষড়্লোক—
শোকাতীত যে নীরন্ধ্র নিরাশতা—হইলেন তিনি
উপনীত মুমূর্ষুর প্রায় মর্ম্মক্লেশ সঞ্চালিত
এক নারকীয় বায়ুর মণ্ডলে, আর অগ্রে তাঁর
শুনিলেন তিনি হৃদয়-বিদারী ক্রন্দনের রোল
মানব-কণ্ঠের—সে-যে সহ্যের অতীত, হইলেন
বিনিষ্ক্রান্ত, কম্পমান, অভিশপ্ত মহানদী হ'তে।
উন্মাদিতা চলে সে ছুটিয়া, মরম-বেদনাকুল,
অব্যাহতি নাহি তার কাছে, তরঙ্গ-অন্তরে তার
প্রবাহিত প্রেতাত্মারা করে ভোগ আপন যন্ত্রণা।
দেখিলেন রুরু সেথা ভাসমান পাণ্ডুর আনন
নরপতিদের, মহীয়ান্ বহু বিজয়ী বীরেরে,
অভ্যর্চ্চিত প্রধান ঋত্বিকদের আর যশস্বিনী
নারীগণে। উঠে তরঙ্গ হইতে কভু কম্পমান
কনকবরণ বাহু, কভু উঠে একখানি মুখ।
ছিন্ন নিদারুণ পার্শ্বদেশ কত দিয়াছিল দেখা
আর ঘন-শিহরিত বক্ষস্থল। উর্দ্ধে তাহাদের
অবিরাম বিলাপ করিতেছিল দণ্ডের প্রদাতা

বারিরাশি, কিন্তু ছিল না আনন্দ কোন নিজ ঘোর
ক্রূরতায়। অনন্তর রুরু— তরুণ কপোল তাঁর
বিবর্ণ ব্যথার সমবেদনায়—উঠিলেন কহি'
বিলাপ-বচনে প্রায়ঃ "অহো! দুর্ভাগা মানব-জাতি!
আস তুমি উগ্রাবেগে গাঢ় অনুরাগ-ভরা প্রাণে
এ ধরায় ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত পূর্ব্ব হ'তে, রহ বাঁচি'
অল্প কয়দিন আশঙ্কায় আর অন্তর-বেদনে
আঁকড়িয়া বিরল-আগত সূর্য্যালোক-রশ্মিকণা,
ক্ষণিকার কুসুম-সুবাস। তার পরে তব এই
সুবিশাল পৃথ্বীলোক হ'তে মহাভয়ে নিপতিত
এই তমস্বিনীতলে, আর হেথা নাহি যে সময়—
অবশ্যই করিতে হইবে তোমা প্রায়শ্চিত্ত-ভোগ
মুষ্টিমেয় অপর্য্যাপ্ত আনন্দের কণার লাগিয়া।
হায়! কি কঠিন বিনিময়-পণ এ-যে! মৃত্যু হ'তে
নাহি আসে কোন প্রতিকার। প্রচালিত করিয়া সে
ল'য়ে আসে আতঙ্কিত, থরহরি কম্পমান হিম-
আলিঙ্গন-পাশে তার, নগ্ন আত্মারে হেথায়। মঞ্জু
কুসুমিকা মোর! তুমিও কি বিপ্লাবিত ভয়ঙ্কর
হাহাকারময়ী এ বন্যায়? ধিক মোরে! কিন্তু আমি
দ্রুতগতিবেগে পড়িব ঝাঁপায়ে সুগভীর তার
নিরাশার আবর্ত্তরাশিতে, আর হয় আনিব সে
তপ্তপ্রাণময় তব পুরাতন সৌন্দর্য্যে ফিরায়ে
তারকাখচিত গগনের তলে, অথবা তোমারে
খুঁজিয়া বাহির করি' বাহুপাশে রাখিব বাঁধিয়া
নির্য্যাতিত বক্ষ তব, করিব চুম্বন মধুময়
বেদনায় কুঞ্চিত অধর দুটি তব, শান্ত করি'
ক্রন্দন তোমার। প্রেম সে-যে দিবে সঞ্চারিত করি'
তনুতে তনুতে মোর তব বেদনার অর্দ্ধভাগ।
হব তবে জয়ী মোরা হরষিত মর্ম্ম-যন্ত্রণায়।"
বাক্য-অবসানে শুনিলেন কর্ণ-সন্নিহিতে তাঁর

কহিতেছে কেহ : "জীবন্ত নয়নে তব বিক্ষোভিত
করিছ যে তুমি অধিষ্ঠিত মরণেরে, যাও চলি'।
সন্ধান করিছ তুমি যার নহে সে ঘৃণিত এই
অভিশপ্ত স্রোতে। আমি দেখিলাম সম্প্রতি তাহারে
পাণ্ডুর-মলিন সেই সব অধিবাসিগণসাথে
শরীর-যন্ত্রণা যাহাদের নাহি আসে দিতে দেখা,
কিন্তু বিষাদ-ভাবনা যত, বাণীহারা স্মৃতিরাশি
লইতেছে যাহাদের পাপরাশি ক্ষালন করিয়া,
ব্যথাতুর বেপমান হৃদয়ের নিষ্ঠুর নিগ্রহ।"
ফিরে চাহি' দেখিলেন তিনি সেই নিরানন্দময়
প্রবাহের উভ তটে এক মহা বিরাট সেতুরে,
আস্তীর্ণ অনলে, চিত্রোপলময়, অস্থির সদাই,
আর দেখিলেন নারী এক অগ্নিশিখা-সমাবৃতা,
ধৃত অসি একখানি যার ঘোর সঙ্কট-সূচক
দুই করে, আছে দাঁড়াইয়া সেই কম্পিত পথের
প্রহরিণী। প্রজ্বলন্ত আনন তাহার রুদ্ররূপ
ভীষণ-সুন্দর। "যাও চলি," কহিলা সে আরবার,
"হে ভৃগু-নন্দন। পুষ্প ওই রক্ষিছে তোমারে মম
হস্ত হ'তে।" প্রসারিয়া তাঁর দিকে বাহু একখানি
দেবোপম তার প্রচণ্ড শক্তির অব্যাহত বেগে
লইলা তাঁহারে সেই ভয়াবহ সেতুর ওপারে।
অক্ষত, যদ্যপি বিকম্পিত স্পর্শে তাঁর, একা তিনি
দাঁড়ালেন আসি' কোন অন্তঃস্থিত তীরভূমি 'পরে
সমাচ্ছন্ন অত্যদ্ভুত কৃষ্ণ নীরস শৈবালদামে,
আর তাঁর পড়িল নয়ন-পথে এক সমতল
নিষ্প্রভ প্রান্তর—একটিও কুসুম ছিলনা যেথা।
তারি উপরে ভ্রমিতেছিল এক বিশাল জনতা
যার শান্ত সুকোমল মুখরাশি আবিষ্ট বেদনে ;
বীর পুরুষেরা ছিল সেথা, শোকাতুরা জননীরা,
বালিকারা বহি' অঙ্গে সৌন্দর্য্যের প্রথম প্রকাশ,

তরুণ বিষণ্ণ শিশুগণ অপসৃত যাহাদের
শিশু-সুলভ আনন। পদচারণা করিতেছিল
বিবসন তারা, বিলুণ্ঠিত কেশে, অধোদৃষ্টিপাত
নিবদ্ধ উরসে, বলহীন কুসুমরাশির সম
নীরবে মরিয়া যায় যাহা পর্জ্জন্য-বিহনে। ছিল
এক নীরবতা পরিব্যাপ্ত করি' সেই স্থল সদা।
কিন্তু রুরু আসিলেন তাহাদের মাঝে। অকস্মাৎ
কেহ সেথা অনুভব করিল তাঁহারে, নিরখিল
তুলিয়া নয়ন; অনন্তর বায়ু যথা বহে যায়
সুধীর শস্যের স্থির ক্ষেত্রের উপরে আর দোলে
শীর্ষগুলি, শিহরি' শিহরি' উঠি' চাহে ঊর্দ্ধ পানে
আর পড়ে নুয়ে প্রবাহিয়া অগণিত দিশে দিশে,
সেই মত এই সব মৃত আত্মা উঠিল নড়িয়া,
বহি' গেল তাহাদের মাঝে উত্তোলিত আননের
এক শিহরণ-গতি; অনন্তর আসিল নীরবে
তারা প্রবাহিত তাঁর অভিমুখে, বসন তাঁহার
দুঃসাহস-ভরা করে ধরিল আঁকড়ি' কিংবা কেশ
করিল পরশ তাঁর, অথবা প্রয়াসী করিবারে
অনুভব আপনাদিগের 'পরে জীবন্ত নিশ্বাস।
এল ম্লানমুখী বালিকারা, এল শান্ত শিশুগণ,
বসিল প্রণতজানু, আয়ত বিষণ্ণনেত্রে তারা
নেত্রে তাঁর রহিল চাহিয়া। তাহাদের শব্দহীন
তীব্র শোকাবেগোচ্ছ্বাসে বিচলিত নাহি হ'ল তবু
সেই হিম-নীরবতা; কিন্তু রুরুর মানব হৃদি
বহু-শোকভারে পড়িল ভাঙিয়া প্রায়, অশ্রুরাশি
ঝরিল নয়ন হ'তে তাঁর; মর্ম্ম-বেদনার সাথে
বুঝিলেন তিনি প্রেত আত্মাদের সেই ভয়ঙ্কর
বাণীহীন আকর্ষণ জীবিতের প্রতি। অনন্তর
ফিরায়ে নয়ন তাঁর করিলেন অবেক্ষণ তিনি
তাহাদের অদ্ভুত সুন্দর মুখগুলি সেই এক

মুখতরে, কিন্তু তার মিলিল না দেখা। শুকাইল
বদন তাঁহার; সেই উদাসীন বায়ুর মণ্ডলে
বৃথায় ঝঙ্কল তাঁর কথা: "ছিলে আনন্দে একদা,
হে প্রেতাত্মাগণ, ভাগ্য-বিড়ম্বিত জাতি, শ্রেয়তর
যদি নাহি পুরাতন আনন্দেরে রাখিতে স্মরণে।
ব্যাকুল পরাণ মোর তোমাদের দুখে। তবু দাও
দেখাইয়া হায়! রহে যদি প্রিয়া মোর তোমাদের
বিষণ্ণ গোষ্ঠীর মাঝে হারা! হয়ত চিনিছ ভাল
তারে, হে পাণ্ডুর মনোহর আত্মাগণ! কিন্তু যারা
গিয়াছে মরিয়া তাহাদের সকলের সেরা সে-যে
ছিল রূপে, মাধুর্য্যে তাহার পরিচয়। নাম তার
জানিত সে রবির কিরণ।" কহিতে কহিতে কথা
নয়নে ঝরিল অশ্রুরাশি: কিন্তু নির্ব্বাণী অধরে,
তাঁর পানে তারা শুধু রহিল চাহিয়া, নাহি-জানা
ভাবহীন শোকচ্ছায়া নয়নে তাদের। অর্দ্ধস্ফুট
মৃদুভাবে কহিলেন তিনি: "কি মূঢ়তা! রহিত সে
যদ্যপি হেথায়, প্রথমেই নাহি কি করিত মোরে
অনুভব? প্রথমেই তুলি' তার নয়ন-পল্লব
আসিত নাহি কি ছুটি' ত্বরিত চরণে মোর পাশে?
নাহি দিত কি সে এলাইয়া বক্ষে মোর শব্দহীন
শোকক্লিষ্ট মুখ তার? নাহি কি চাহিত মোর পানে
পুরাতন পরিবর্ত্তিত নয়নে সেই? নাহি কি সে
ব্যথিত হৃদিরে মোর বোঝাবারে করিত প্রয়াস?
আহা! কি আনন্দ, রহিত যদি সে হেথা! যদ্যপি সে-
অধরোষ্ঠ হ'তে তার হয় অপসৃত একেবারে
তাহাদের পুরাতন মধুর সঙ্গীতময়ী রাণী,
তবু তার মূক অনুরাগ কহিত আমারে কথা,
বুঝিতাম পরস্পরে মোরা, করিতাম বিচরণ
নীরবে ধরিয়া দুই দোঁহাকার কর—সুখী প্রায়।"
কহি' কথা সেই সব অকাল মৃতের মধ্য দিয়া

হইলেন বিনিষ্ক্রান্ত তিনি। সংসক্ত নয়নে তারা
বাক্যহীন চলিল তাঁহার পিছু-পিছু। অনন্তর
আসিলেন তিনি অদ্ভুত সে ঘোর রহস্য-নিঝুম
ভবন-সমীপে এক, বিশাল গম্ভীর স্তম্ভশ্রেণী-
পরিবৃত। ছাদিত করিয়াছিল একটি গম্বুজ
বিষণ্ণ সে সমগ্র প্রাসাদটিরে, বলাহক সম।
অদ্ভুত আকৃতি সব পদচারণা করিতেছিল
দ্বারে, প্রহরণধারী। অবশেষে তাহাদের ভয়ে
মনোহর সেই শোকাতুর প্রেতদল অপসরি'
গেল ফিরি' তাহাদের বাণীহীন শোকের মাঝারে।
কিন্তু রুরু হইলেন অগ্রসর দীর্ঘপদক্ষেপে
বিপদ-সঙ্কুল দ্বারপথে আর সেই প্রাণঘাতী
আকৃতি সকল লক্ষ্য করিল তাঁহারে উত্তোলিয়া
কার্ম্মুক তাদের, কিন্তু তিনি করিলেন প্রদর্শন
কামদেবদত্ত পুষ্প ; ব্যাহত তাহারা দিল ছাড়ি'
কঠোর আননে তাঁরে পথ। করিয়া প্রবেশ তিনি
হেরিলেন সুনিস্তব্ধ সভাগৃহ এক, ক্ষীণপ্রভ,
অসংবাধ ; যথা কেহ নিরানন্দ সোপানের পথে
ঊর্দ্ধে সদা আলোকেরে করিছে সন্ধান, সেই মত
অগ্রসরি' হইলেন অনন্তর উপনীত এক
সমুচ্চ বেদীতে তিনি, অগ্নিজ্বালাময় তোরণের
অনিশ্চিত প্রভায় উজ্জ্বল ; ছিল বেড়িয়া তাহারে
চারিপাশে বিরাট ভুজঙ্গ আর ঘোরাকার নাগ,
জরৎকারু, তক্ষক ও অতিকায় বাসুকি আপনি,
কামরূপী কর্কোটক সর্ব্বাঙ্গ অনলে বিচিত্রিত ;
আর ছিল বহু কুণ্ডলিত লম্বমান সংহারিণী
আকৃতিসকল। সে আশ্চর্য্য বেদী 'পরে সমুচ্ছ্রিত
এক সিংহাসন, আর তার পাদপীঠ সেই যার
অশুভ লাঞ্ছনযুত পদ্মফণা সৌন্দর্য্যে করেছে
মুকুটিত বীভৎস চিক্কণ কুণ্ডলীরে তার—খ্যাত

মহাপদ্ম ; রহে সে ধারণ করি' উচ্চে সমারোহে
মৃত্যু-সিংহাসন। পূর্ণ-মহিমায় সমাসীন
ছিলেন তথায় সেই কারুণিক সংহার-নয়নে
বহু নাম প্রতিষ্ঠিত যাঁর, বহুধা প্রকৃতি, যম,
নিরানন্দ সূক্ষ্মদর্শী পরাক্রান্ত শুদ্ধ প্রেতদেব,
ধর্ম্ম, অবিক্ষত রক্ষিছেন যিনি ধর্ম্ম সনাতন,
কৃতান্ত—করেন যিনি সর্ব্ব-ভূত-সংহরণ, আর
অবশেষে হইবেন আপনি বিলয়। অধোমুখে
বিরামশয়নে উভ পার্শ্বে তাঁর ছিল অবস্থিত
রহস্যগুণ্ঠিত সেই চতুর্নেত্র সারমেয়গুলি,
সাবধানী, বিরাট মস্তক প্রসারিত তাহাদের
পদ-অগ্রভাগে ; ছিল গতিশীল সমীপে তাঁহার
তমোদেবতার বিভূতিসকল, ছায়াময় কিংবা
সরীসৃপাকার, মহাকাল আর প্রতিকারহীন
হিম মৃত্যুদেব। অনন্তর আসি' রুরু করিলেন
প্রণিপাত সিংহাসন-পুরোভাগে ; হেলিয়া সে সব
মূর্ত্তিগুলি উঠিল চঞ্চল হ'য়ে—চিত্র-যবনিকা
'পরে যথা সমীরণ-সঞ্চালিত রূপরেখারাশি,
আর হ'ল শ্রুত বিষণ্ন সে স্বর : "তপ্ত প্রাণশ্বাসে
প্রণমিছে কোন নর প্রেতলোক-সিংহাসনে ? কোন
শক্তি বলে—অধ্যাত্ম অথবা সঞ্চারিত—বিক্ষোভিছে
জীবন্ত সৌন্দর্য্য তার প্রেতলোক-নিষ্প্রাণ-মাধুরী ?"
প্রতিবাক্যে কহিলেন কেহ— সমীপবর্ত্তিনী বাণী
মনে হ'ল যেন : "পুরাতন দেবতা ও অসুরের
রক্ত বহে ধমনীতে তার। তরল লাবণ্য-দিঠি
অপ্সরা জননী তার প্রসবিলা উদ্দীপ্ত-যৌবন
চ্যবনের দৃঢ় কাম-আলিঙ্গনে ধরণীর এই
অনুরাগ-বিলসিত মুখ নন্দনের ছোঁয়া-লাগা।
চ্যবন ভৃগুর পুত্র রক্ষোবালা পুলোমা-সম্ভব ;
বরেণ্য ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু। প্রেমদেবদত্ত পুষ্প

করিছে সহায় বেদনার সাহচর্য্যে ; সেই হেতু
প্রেতলোকশ্বাস করে নি তাহারে হিম, নারকীয়
স্রোতের চীৎকার তারে করে নি শিলায় পরিণত।"
কিন্তু প্রেমনামে সর্ব্ব প্রেতলোক উঠিল কাঁপিয়া।
মৃত্যু-সিংহাসন মিলাল প্রদোষে প্রায় ; ফুঁসিল সে
সরীসৃপাকারময়ী ছায়া সব বেদনায় যেন,
সারমেয়গুলি তুলিল তাদের মুণ্ড বিকরাল।
অনন্তর কহিলেন যম : "আর এ নিষ্প্রাণলোকে
কি চাহিছে প্রেম, তপ্তপ্রাণময় মহাবলী প্রেম ?
নিশ্বাস তাহার করে বিমোহিত নিখিল ভুবন,
করে নষ্ট বিধিপূর্ব্ব কর্ম্মের শৃঙ্খলা, অচঞ্চলা
বৃত্তি চিরন্তনী। কিন্তু নাহি রসাতলে চর তার
করে আনাগোনা. একমাত্র রসাতলে প্রসারিত
নাহি তার বসন্তের অধিকার। এ অন্তিম লোক
প্রতিরোধে শক্তি তার উদ্দাম-যৌবনা, প্রমাথিনী।
হেথায় করিবে সে কি বিস্তারিত কোলাহল আর
বিভ্রম-বিলাস ?" বাণী দিলা প্রত্যুত্তর : "মেনকা সে
ধরাতলে ক্ষণভরে, স্বর্গের অপ্সরা, সচঞ্চল
কাল-বিমোহনে বিহার করিতেছিল সুনিভৃত
সুখ-গিরিকন্দরে কন্দরে ; ধরা দিয়া পৃথিবীর
ক্ষিপ্র হর্ষ-আলিঙ্গনে প্রসবিলা তথা সে, অমরা,
রূপবান গন্ধর্ব্বরাজের ঔরসে মর্ত্ত্যের এক
আনন্দ-মুকুল ; হেরি' সেই মুকুলিকা আহরণ
করিলা কিশোর রুরু ; কিন্তু তারে আচম্বিতে তব
কালরূপী ফণধর ভুজঙ্গম করিল দংশন
ধরাতলে ; আর ভ্রমিতেছে রুরু এবে তমিস্রার
মধ্য দিয়া, সুরক্ষিত প্রেমদেবতার শক্তিবলে।"
কিন্তু সে কথায় সর্ব্বপ্রেতদেব উঠিল চীৎকারি',
হেলিয়া তাঁহার অভিমুখে : "হে মর্ত্ত্য ! হে প্রতারিত !
কিন্তু বলিদান প্রবল অধিকতর, স্বর্গ কিংবা

নরকের বিধি নাহি পারে করিতে লঙ্ঘন তার
তীব্র ফল-প্রসবিনী ক্রিয়া। তব মৃতজনে আমি
দিতেছি ফিরায়ে। তবু দেখ বিচারিয়া, মর্ত্যবাসী!
ক্লান্তিকর অশুভের হেতু কিংবা হেলায় করিতে
প্রত্যাখ্যান দীর্ঘ আয়ু নাহি দিয়াছিল দেবগণ,
কিন্তু শান্ত, কিন্তু অর্হণীয়, কিন্তু করিতে সুগম
দুরারোহ গতিপথ ঈশ্বর-সমীপে। চূর্ণ করে
সুনিশ্চিত তাই কাল যৌবনের রূপশ্রীগৌরব
আর ইন্দ্রিয়ের বিলাস-বৈভবে প্রবল যে সুখ,
করিবারে সচেতন মাটির মানুষে—আত্মা সে-যে
লীলারত অনিত্যের সাথে, তার নাহি যে মৃত্যুতে
অবসান, নাহি যে বন্ধন তার মৌন তপ্তপ্রেম
মাতৃবাহুপাশে, কিন্তু অজাত সে, আহ্বান তাহার
বিশ্বাতীত শূন্যমাঝে। দেহ হয়ে যায়রে যে ক্ষীণ
আত্মার প্রসারে, আর বিশালতা, অসহিষ্ণু তার
দেহের সীমার, করে শান্তিতে নির্ব্বাণ জীবনের
তীব্রাবেগ-উচ্ছলিত উৎসবরাশিরে। তরুণতা,
আরূঢ়-যৌবন, পরিণতি, স্থবিরতা—চার ঋতু
জীবন করিছে আবর্ত্তন তার পুনরাগমন
আর পাণ্ডু প্রয়াণ-অন্তরে, হে মানব!—তরুণতা
উন্মুখীন ভবিষ্যের পানে আশা ও আনন্দ আর
স্বপন-মাঝারে; আরূঢ়-যৌবন লভে নিবিড়তা
অনুরাগে, শ্রমে আর গভীর মননে; কিন্তু এই
সকলের অনুধ্যানময় পূর্ণ-সমাহৃতি লাগি'
পরিণতি, যথা জনহীন প্রবণভূমির 'পরে
যেথা হ'তে লোকে নিম্নদেশে চায় ফিরে' নগরী ও
মানবের শস্যক্ষেত্ররাজি পানে যাহাদের মাঝে
তাহাদেরো ছিল স্থান নানা কর্ম্মে, হাস্যে পরিহাসে
আর প্রণয়-লীলায়; অনন্তর আসে স্থবিরতা,
আশ্চর্য্য সে স্থবিরতা প্রত্যাসন্ন স্বর্গলোক সাথে।

এই বর করিবে কি পরিহার তুমি? কোন হেতু?
আনিবারে তারে শুধু কয়েকটি বৎসরের তরে—
কতই সামান্য সে-যে হায়!—তপন-আলোক পানে,
অনিবার্য্য পুনরাগমন যার হেথা অবশেষে।
ওহে! ঋষিকুলোদ্ভব তুমি, ক্ষান্ত হও। দেখ! আমি
যমলোক-অধিকার দিতেছি ছাড়িয়া, নহে সদা
পরিহার্য্য তাহা,—আর দিতেছি পাঠায়ে অগৃহীত
সুন্দর জীবনে তব পুনঃ নক্ষত্রালোকিত দেশে।
অথবা সে সমষ্টিতে নাহি পরিবর্ত্তন যাহার
দিতে হবে ফলপ্রসূ তোমার আয়ুর পূর্ণভাগ;
তবে উঠিবে সে পুনঃ প্রস্ফুটিয়া।" কহিল যে তবে
ছায়া প্রতিকূল: "দর্শিত হউক তারে যে গৌরব
করিবে সে পরিহার।" অগ্নিময় তোরণের 'পরে
উঠিল চঞ্চল হ'য়ে, ভাস্কর্য্য-বেষ্টনী 'পরে যথা
শিলামূর্ত্তিদের অভিযান, ফিডিয়াস-সমুৎকীর্ণ
শক্তিময়ী সুপবিত্রা কুমারীর তরে, দর্শনীয়
যাহা কিছু পৃথিবীতে কিংবা দেবলোকে—তাহাদের
মাঝে অনুপম ছিল যা একদা, এথেন্স নগরী-
স্থিত সমুন্নত গিরি-দুর্গের উপরে, কিন্তু এবে
অঙ্গহীন, ভগ্ন এবে! কিংবা যথা বৌদ্ধ গুহামাঝে
অথবা মন্দিরে উৎকলের, কারু-শিল্প-প্রস্ফুটিত
বিশাল আকৃতি,—সৈনিক ও নারী, আচার্য্য, নৃপতি,
বিজয়-উৎসব-সমারোহ আর প্রতি দিবসের
শান্তিময় জনশ্রেণী দেখে চলি' ললিত স্বপন,
সৌন্দর্য্যে করিয়া মধুময় বিখ্যাত ভুবনেশ্বরে
ঈশ্বর-ভবন, সেইমত অনল-তোরণ 'পরে
ছিল রূপাঙ্কিত এক মূর্ত্তিময় ভাব-ব্যঞ্জনায়
ভবিষ্য জীবন-দৃশ্যলীলা। দেখিলেন রুরু সেথা
দিব্য আপনারে দীর্ঘায়ুর সাথে, ঋষি সমাগতা
অসীমা সমীপে যাঁর, হরষিত শ্যাম বনানীর

কোন গীত-মুখরিত ছায়াতলে, অথবা নিঃসীম
গিরিশিরে যেথা মোরা অনুভবি সবিশেষরূপে
বিশালতা, অক্ষোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-উদ্বেজনে।
তাঁরে ঘিরি', যথা বীজাঙ্কুররাশি প্রাচীন তরুরে
রহে ঘিরি,' উদিল বিবিধ রূপচ্ছবি, মহনীয়
কিংবা দীপ্তানলদ্যুতি ; গঠিত তাঁহারি হাতে তাঁরা,
কৃতিত্ব তাঁহারি, ছিল সেথা মহান্ রাজন্যবর্গ
যাঁহাদেরে কাল রেখেছে স্মরণে, উদ্ভাবনী বহু
গভীর মনীষা, কবিগণ উপগীয়মান মুখে
যাঁহাদের কথাগুলি ছিল বীজ বহুল-বিস্তৃত
দর্শন-শাস্ত্রের—তাঁর উপাসনারত এঁরা সবে।
পৃথিবীর অর্দ্ধেক দিবসগতে হেরিলেন তিনি
সবিস্ময়ে রহস্য-নিবিড় সেই মুখের উন্মেষ,
আর হ'ল সর্ব্ব বিশ্বলোক সৌন্দর্য্যের তলে লীন।
উন্মাদিত সে কিশোর শিহরি' ছুটিল উর্দ্ধপানে,
অনন্তর অবসন্ন পড়িল সে পরাবর্ত্তবেগে।
তাঁহার মানস-পটে ধাবমান বিহগেরা যথা
চলে যায় রেখা টানি' আকাশের বুকে, তেমনি সে
প্রান্তরসকল আর নত আননরাশির ছবি
দিল দেখা, শুনিলেন যেন সেই ভারক্রান্তা নদী
মানবীয় বেদনায় করিছে রোদন। অনন্তর
আকস্মিক রোষভরে সংহতিয়া আপনার প্রাণ,
দিলেন নিক্ষেপ করি' তাহা হতে অর্দ্ধ আয়ু তার,
আর হইলেন নিপতিত তিনি, সৌদামিনী যথা,
ভূমিতলে। উঠিল বিজয়ী হিমছায়া ; সুবিপুলা
তমস্বিনী হ'ল গাঢ়তর। সে সভা-মণ্ডপ শুধু
আঁধারে জ্বলিতেছিল কাঁপিয়া কাঁপিয়া, আর সেই
কুটিল অনলপ্রভ সর্পিল নয়ন—প্রশমিত।
কিন্তু অকস্মাৎ এক দীপ্তরাগ, নন্দন-সৌরভ।
প্রেতলোক শিহরিল সুখে ; মন্যুময়, পরাজিত

বিশ্ব-বিদ্রাবিণী বিভীষিকা গেল ফিরি' ক্ষীণ হ'য়ে
বলহীন যথা কোন জন জীবনান্তকর জয়ে;
বাণী এক মন্ত্রিল রুক্ষর ক্লান্ত প্রাণে : "উঠ! এই
দ্বন্দ্বের ঘটেছে অবসান; সহজ সে বিভীষিকা
অতঃপর তোমারে হইতে হবে সম্মুখীন যার,
সুখদুঃখভার পরস্পর লইবে সমানে এবে।"
আর এক আকস্মিক আবির্ভাবে বসন্তের সম
জাগিল পরাণ অতি পরীক্ষিত দৃঢ় প্রেমিকের
হৃদিমাঝে। নিরালোক মৃত্যুর সমীপ হ'তে উঠি'
গেলেন চলিয়া তিনি। বৈতরণীরে দ্বাদশ বার
করিলেন অতিক্রম, সেই বিষাদ-বিদীর্ণা নদী।
যমলোকেরে দ্বাদশবার করিলেন প্রতিহত,
দ্রুতগতিবেগে নামিলেন তিনি দুর্নিমিত্তময়
বিবর-অন্তরে যেথা বজ্রনাদে নিপতিত সেই
কৃষ্ণা সুবিপুলা স্রোতস্বিনী। হেরিলেন প্রচালিত
মহাবেগে নিশা হ'তে কল্পনার অতীত নিশায়,
যথা লোকগণ ক্লেশিত স্বপনে যারা অসমর্থ
জাগরণে, কিন্তু করে নিরীক্ষণ দণ্ডভোগছবি,—
শাস্তি দৃশ্য যার আনে কলুষতা, অশ্রুত পীড়ন,
পৈশাচিক ক্লেশ, সহ্যের অতীত মৌন অন্তর্দাহ,
বেদনার বিকৃত নিশ্চল বহু অঙ্গের ভঙ্গিমা,
অমানুষ ভাবরাশি রহে যথা ভাস্কর্য্যে খোদিত।
এক ক্রূর আয়সী মৌনতা রেখেছিল সেই সব
জগতেরে অধিকার করি'। তাহাদের অন্তহীন
বেদনার ভাষা নাহি অভিব্যক্ত কোন চীৎকারের
বিভীষিকামাঝে, ছিল না প্রয়াস কোন লভিবারে
পরিত্রাণ, নাহি ছিল প্রাণময় আত্মার নিশ্বাস।
আর সেই অন্তিম নরকে,—প্রতিকারহীন, যেথা
গঙ্গা ঘনীভূত সেই প্রাণঘাতী কুণ্ডের অন্তরে,
বিষাদ-স্তম্ভিত হেরিলেন তারে, পাণ্ডুর, নিষ্প্রাণ,

রিক্ত—হায়। ভিন্ন সে-যে ধরণীর জীবন-উত্তাপ
আর মধুরিমা হ'তে যেথা সুখী রক্তিম গোলাপ
ফুটি কভু হ'য়ে যেত গাঢ়তর, কভু ম্লান, দ্রুত
বিমোহিত শোণিত-ধারার যাওয়া আর আসা সাথে।
নির্ব্বাণী ছিল সে আনমিতা ; বেড়ি' তারে শস্ত্রধারী
ক্রোধমূর্ত্তি বহু ছিল দাঁড়াইয়া অন্ধকার ঘোর
অশনি-পুঞ্জিত মেঘসম। কিন্তু রুরু পড়িলেন
ঝাঁপাইয়া তাহাদের 'পরে, জ্বলি' ক্রোধে প্রবেশিত
দেবতা-সহিত। ব্যর্থ বিভীষিকারাশি সম তারা
স্পর্শে তাঁর হ'ল অন্তর্হিত ; একমাত্র তার সাথে
অনন্তর তিনি, কম্পমান, ডাকিলেন চীৎকারিয়া
সেই পুরাতন প্রিয় নাম, আর সে চীৎকারসাথে
নমিয়া তাহার পানে ছুঁইলেন তারে, গেল টুটি'
সেই স্পর্শে নিরয়ের মৌন গ্রন্থিগুলি, আর তার
মহা ভয়ঙ্কর দৃপ্ত সমারোহময় বেদনার
বিষণ্ণ স্বপন গেল চলি' ছিন্ন হ'য়ে তৎক্ষণাৎ।
অনন্তর সেই জন হ'তে করেছে বিবশ যারে
আনন্দের অতিশয়তায়, যথা চলে যায় বেগে
আলোকিত সর্ব্ব চারি পার্শ্বের জগৎ ভেসে দূরে,
আর নিত্য-পরিচিত ইন্দ্রিয়সকল মনে হয়
যেতেছে সরিয়া তার করতল হ'তে, তেমনি সে
দুর্ব্বিষহ বিরাট ভুবন গেল চলি' ঘূর্ণ্যমান
বিপুল ছায়ায়, আর্দ্র কুহেলিকা যথা চলে যায়
জনগণ হ'তে পর্ব্বত-শিখরোপরি ; নিদ্রাদেবী
সমুত্থিতা দিলেন বাড়ায়ে তাঁর বাহু সুকোমল
রুরু পানে, আর রুরুর চিন্তার রাশি মগ্ন হ'ল,
শয়নে যেমতি, সে উদীয়মান শূন্যতার মাঝে।

কিন্তু যবে ভাঙিল তাঁহার ঘুম শুনিলেন তিনি
বারবার গাহিছে কোয়েল মধুরের জয়গাথা,

শুনিলেন সুখী প্রাণীদের কণ্ঠ তৃপ্ত সূর্য্যালোকে।
ছিল তাঁর চারিপাশে পুরাতন বাস্তব পৃথ্বীর
উষ্ণ অনুভূতি, অভিজ্ঞাত বর্ণরাজি আর সেই
পরিচিত ব্যবহার দেহ ও মনের শান্তিদায়ী,
যথা তার সহজ জলোর্ম্মিমাঝে রহে শতদল।
দেখিলেন দৃষ্টিপাতে শুধু তৃণরাজি আর ঘন
শ্যামল তরুর শ্রেণী, সবিতা-কিরণ আর এক
পতঙ্গ একাকী সন্নিহিতে তাঁর চলেছে চীৎকারি'
তীব্রাবেগভরে তার সুর। পুলক-শিহরে তিনি
আপনার বক্ষতলে অনুভব করিলেন তারে,
অহো! ছিল উষ্ণ, নিশ্বাস-কম্পিত সেই বিমোক্ষিত
তনুরাশি সবুজের পটভূমিকায়,—প্রাণময়,
স্পর্শে গ্রহণীয়, শুভ্র, দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশভার সহ—
আর যে বাস্তব তাহা—তার কপোলের কোমলতা
পুরাতন, মুখ তার শিশিরিত একটি গোলাপ:
বহুক্ষণ ধরি' আশ্বাসিয়া আপন প্রাণেরে তিনি
কুন্দশুভ্র সর্ব্বাঙ্গে তাহার—পড়িয়াছে বাঁধা যাহে
রবির কিরণ—করিলেন তৃষিত নয়নে তাঁর
পরিতৃপ্ত আর অর্দ্ধ অবিশ্বাসভরে বহুস্পর্শে
হইলেন সংশয়-রহিত তিনি অস্তিত্বে তাহার।
চুম্বিলেন দ্বিধাভরে তার দুটি নয়ন-পল্লব।
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে মৃদু ক্রন্দনের সাথে জাগিল সে,
তার পার্থিব বিশাল আঁখি দুটি উর্দ্ধলোকপানে
চাহিল নয়নে তাঁর। তুলিল সে প্রসারিত করি'
বাহু তার, সাভিলাষে, আর মিলিল দোঁহার প্রাণ
আলিঙ্গনতলে। অনন্তর ক্ষণ বিলাপ-করুণ
হাসি আর আনন্দ-অশ্রুর অন্তরালে কহিল সে
জড়াইয়া ধরি' সর্ব্বাঙ্গে তাঁহারে: "আহা! প্রিয়তম
শ্যামল, এ শ্যামল ধরণী! উষ্ণ রবির কিরণ!"
থামিল সে আর কথা না পাইয়া; কিন্তু বসুন্ধরা

রহিল তাঁদেরে ঘিরি' প্রাণের স্পন্দনে, হরষিতা
আপনার শিশুগণে, আর কোয়েলের কণ্ঠস্বর
অশ্রান্ত ধ্বনিতেছিল পৃথিবীর প্রভাতবেলায়।

APPENDIX

LOVE AND DEATH

NOTES*

PAGE 1, lines 14-15 ...poignant flowers
Thronged all her eager breast...

EXPL.: "Poignant" means keenly moved by scent and colour so as to thrill strongly the senses. (8-9-1934)

PAGE 2, line 5 Sweetest of all unfathomable love,

EXPL.: "Sweetest of all" does not mean sweeter than all love—but love, sweetest of all life's boundless possibilities.

PAGE 2, lines 13-14 Mysterious hillsides ranged and buoyant-swift.
Races with our wild brothers in the meads.

EXPL.: It is the beasts of the forests and meadows. (15-9-1934)

PAGE 2, line 18 For neither to her honey and poignancy
" Wild brothers in the mead "

EXPL.: The contrast is between the soft sweet moods and the intense vehement ones. (15-9-1934)

PAGE 2, lines 36-37 ...From the bath
Among her kindred lotuses...

EXPL.: "Kindred"—It simply means that she is herself a lotus—the lotuses are kindred to her as of the same family.

PAGE 3, line 2 Meeting his absence with her sudden face,

* These notes were written by Sri Aurobindo in answering questions put to him for elucidation of certain words and passages in the poem in course of translating the first eight pages in 1934, during a period of a little over three months. Textual references are from the current (1948) edition. The notes are arranged in the serial order of the lines in the poem, but exact dates, wherever possible, are given in brackets, at the end of explanations.

EXPL.: That is another circumstance of the joy of love—when he has been absent, the sudden sight of her bringing an intense joy.

PAGE 3, lines 15-16 But Love has joys for spirits born divine
More bleeding-lovely than his thornless rose.

EXPL.: It means that the first careless and sorrowless joy of a happy sensuous love (the thornless rose) is not all or the best that Love can give to "spirits born divine". Suffering and separation can bring out the soul's deeper love which endures through all and is eternal and that brings in greater ecstasy in it. Here the "bleeding-lovely"=the crimson of the rose of love that is born of the wounds of love in sorrow.

PAGE 3, lines 32-33 ...and felt slow beauty
And leafy secret change;...

EXPL.: It is the beauty which the day brings into the forest and slowly reveals, and the change of its appearance (the forest's)—secret because hidden in its mass of foliage. All that simply expresses the slow revealing of the beauty of forest by the light coming in.

PAGE 3, lines 36-37 Then the whole daylight wandered in, and made
Hard tracts of splendour....

EXPL.: In the forest where the sun trails in through openings among the trees, there are tracts or stretches of bright and hard brilliance of sunlight as opposed to the shades under the trees or the smaller bits of softened sunlight.

PAGE 6, lines 9-10 The lovely discontented spirit stole
From her warm body white....

EXPL.: "Discontented" means "not satisfied with her fate," "rebellious against the brevity of her life"

PAGE 6, line 14 And make my grief Thy theatre...

EXPL.: There is no idea of "an amusing spectacle"—but simply of a drama for Death, the creator of the drama, to enjoy.

PAGE 6, lines 13-15 ...but with eyes
Emptied of glory hung above his dead,
Only, without a word, without a tear.

EXPL.: "Only" goes with "but with eyes empty", not with what follows.

PAGE 6, lines 23-24 But Ruru, while the stillness of the place
Remembered her, sat without voice....

EXPL.: (In answer to the question: "Does it mean that the silent woodland was vibrant with the memory of the dead girl?")

Yes—but there is always also the idea that Nature and the things in Nature are conscious and can have memory, feelings, etc. in their own non-human way.

PAGE 6, lines 29-30 ...and tossings dim
And slight unnoticeable stir of trees.

EXPL.: "Tossings"—It refers to the tossings of the trees which are felt though dimly by the consciousness of Ruru.

PAGE 6, lines 32-37; and page 7, line 1
...And yet
No thought he had of her so lately lost.
Rather far pictures, trivial incidents
Of that old life before her delicate face
Had lived for him, dumbly distinct like thoughts
Of men that die, kept with long pomps his mind
Excluding the dead girl....

EXPL.: Pictures and incidents of the life before he knew Priyumvada. The idea is that her face was always there in his destiny as an unreached thing, but became a living thing for him only when he met her. But this is mostly suggested, not expressed.

PAGE 7, line 25 And prove what thou art and what man...

EXPL.: The meaning of "prove" here is not the ordinary sense but rather "test by my own direct experience". There is of course the idea of a struggle of force—but there is no assertion of future victory in "prove".

PAGE 7, line 28 Reliving thoughts of her with every pace

EXPL.: Reliving=living all over again in his thoughts his past feelings, relations with her, etc.

PAGE 8, line 11 Be to mere pain condemned....

EXPL.: It means "sentenced (as by a judgment in a court) to unmingled pain (pain without relief or without any mingling or alternation with joy)."

A GENERAL NOTE ON TRANSLATION

I do not think it is the ideas that make the distinction between European and Indian tongues—it is the turn of the language. By taking over the English turn of language into Bengali one may very well fail to produce the effect of the original because this turn will seem outlandish in the new tongue; but one can always, by giving a right turn of language more easily acceptable to the Bengali mind and ear, make the idea as natural and effective as in the original; or even if the idea is strange to the Bengali mind one can by the turn of language acclimatise it, make it acceptable. The original thought in the passage you are translating* may be reduced to something like this: "Here is all this beautiful world, the stars, the forests, the birds—I have not yet lived long enough to know them all or for them to know me so that there shall be friendship and familiarity between us and now I am thus untimely called away to die." That is a perfectly human feeling, quite as possible, more easily possible to an Indian than to a European (witness Kalidasa's Sakuntala) and can very well be acceptable. But the turn given it in English is abrupt and bold though quite forcible in going straight home—in Bengali it may sound strange and not go home. If so, you have to find a turn in Bengali for the idea which will be as forcible and direct; not here only, but everywhere this should be the rule. Naturally one should not go too far away from the original and say something quite different in substance but, subject to this limitation, any necessary freedom is quite admissible.

1934

* The passages referred to are:

"I have not numbered half the brilliant birds
In one green forest,"

and

"Nor have I seen the stars so very often
That I should die."

To the question whether the ideas in the passages referred to were Indian or European, Sri Aurobindo commented: "I can't say. Neither of them are particularly European. These feelings, I should imagine, are simply human." And then he gave this valuable note.

শুদ্ধি-পত্র*

পৃঃ ৬, পংক্তি ১৩-১৪ তবে যাইবে গলিয়া
সহজেই সে মৌন আহ্বানে যেথা নাহি প্রত্যাখ্যান
স্থলে
যাইবে গলিয়া তবে
সহজেই তাহে নাহি প্রত্যাখ্যান যে মৌন আহ্বানে,

পৃঃ ৭, পংক্তি ১২-১৩ আঁধারের গ্রাস হ'তে
টানিয়া আনিতে প্রাণ যেন,
স্থলে
স্নেহভরে যেন তার
ফিরায়ে আনিতে প্রাণ দেহে,

পৃঃ ৯, পংক্তি ২ অতৃপ্ত সে স্থলে অসন্তুষ্ট

পৃঃ ৯, পংক্তি ৫ অধর-কম্পন স্থলে অধর-স্ফুরণ

পৃঃ ১১, পংক্তি ৭-৮ দেখাইব কত পরাক্রম .
তব
স্থলে
হইবে পরীক্ষা শক্তি তব
কত

পৃঃ ১১, পংক্তি ১১ করি' প্রতিপদক্ষেপে তাহার স্মৃতিরে,
স্থলে
তাহার স্মৃতির মাঝে প্রতিপদক্ষেপে,

* এই পরিবর্ত্তনগুলি শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশে করিয়াছিলাম, ইংরাজি কথার সূক্ষ্ম অর্থ অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশের জন্য। দুঃখের বিষয় আমার অসাবধানতাবশতঃ এই ভুলগুলি পাণ্ডুলিপিতে সংশোধিত হয় নাই।

অনুবাদক